রাবেয়া

কাব্য

-।-※-।-

শ্রীহেমমালা বসু প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ
বৈশাখ, ১৩৪৩ সন।

[মূল্য ১।০ টাকা

[কলিকাতার ও ঢাকার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে
পাওয়া যায়]

মুদ্রক ও প্রকাশক : সুরেশচন্দ্র দাস এম-এ
অবিনাশ প্রেস
৪০, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রাবেয়া কাব্য

ভূমিকা

25. 12. 23.
Christmas Day.

সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জগতের সমস্ত পদার্থেরই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। একদিন ছিল, যখন ভারতের সমাজে, সংসারে, তপোবনে কেবল একজন মাত্র গার্গী বা মৈত্রেয়ী জন্ম গ্রহণ করে নাই; কত শত গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী জ্ঞানালোকে সমগ্র ভারতকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা আজ দুঃসাধ্য।

তাহার পরে একদিন আসিয়াছিল, যখন সমস্তই অন্ধকারের অন্ধ গর্ভে মহানিদ্রায় অভিভূত। দিন রাত্রি, আলোক অন্ধকার, পূর্ণিমা অমানিশা জগতেরই নিয়ম; সেই অমোঘ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া আবার অজ্ঞানের অন্ধকার ঘুচিল, ক্ষীণ আলোক-রশ্মি দেখা দিল; গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতীর প্রত্যাবর্ত্তন সংঘটিত না হউক, সংসারাশ্রমে তপস্যানিরতা অন্তঃপুরচারিণী পুরললনাগণের মধ্যে জ্ঞানপিপাসা জাগিয়া উঠিল। কেবল মাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত সমাজের পুরকামিনী নহে, অন্তঃপুরের একান্তে

যে সকল শুদ্ধান্তঃচারিণীগণ সংসারের পালনকল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও জ্ঞানচর্চ্চার প্রবল স্পৃহা জাগ্রত হইয়া উঠিল।

বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখিকা হিন্দু ললনা শুদ্ধান্তঃচারিণী শোকার্ত্তা নারী; সংসারের কর্ম্ম সমাধান্তে যেটুকু অবসর পাইয়াছেন, সেই স্বল্প অবসরটুকু তিনি সাহিত্যচর্চ্চায় বিনিযুক্ত রাখিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। সাধ্যানুসারে দেবী সরস্বতীর সেবা করিয়া আনন্দলাভই তাঁহার উদ্দেশ্য; কিন্তু ইহা পাঠে যদি অপর কাহারও আনন্দ লাভ হয়, সেইটুকুই তাঁহার যথালাভ।

শ্রীমতী হেমমালা বসুর গদ্য-পদ্য রচনা আমার ভাল লাগিয়াছে; জানি না অপরের নিকট এই সকল রচনা আদর পাইবে কিনা; কিন্তু আমার বিশ্বাস, লেখিকা এই চর্চ্চা রক্ষা করিয়া গেলে কালে বঙ্গের সুলেখিকাগণের মধ্যে ইহার নাম শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সহিত সকলে উল্লেখ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়, মহারাজাধিরাজ)

উপহার

নবাব-জাদী

শ্রীযুক্তা পরী বানু বেগম সাহেবার

কর-কমলে-

বেগম সাহেব,

প্রবেশিয়া ভারতীর প্রমোদ-কাননে,
ভ্রমিনু কুসুম-কুঞ্জ সখী কল্পনার ;
সারা দিন কত কথা কহিনু দু'জনে—
সন্ধ্যাকালে সহচরী দিল স্মৃতি তার ;

অপূর্ব্ব সুগন্ধি-পূর্ণ পবিত্র কমল,
তপস্বিনী রাবেয়ার মহিমা-মণ্ডিত ;
কহিল সে, ফুটেছিল, এই শতদল,
বসোরায় পল্লী-প্রান্ত করি প্রভান্বিত !

সম্ভ্রমে সে পুষ্প আমি রাখিলাম শিরে,
সন্তুষ্ট হইয়া সখী ছুটিল আবার ;
'গোলাপ' দুলিতেছিল মলয় সমীরে,
হাসিমুখে আনি করে অর্পিল আমার।

স্বর্গগত নবাবের আদরিণী সুতা !
আরবের এ কুসুম প্রিয় আপনার ;
'সোফী' 'রাবেয়া'র সম রূপ-গুণ-সুতা,
দেখিয়া এনেছি আমি দিতে উপহার ।

লেখিকা

রাবেয়া

সুলতান, রাবেয়া ও সোফি

রাবেয়া

—•—।—✻—।—•—
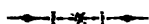
প্রথম সর্গ

এসেছ কল্পনে ! আজ কত কাল পরে,
নিয়ে ও চেয়ার খানা বসে পড় সখি,
ব'স বোন মোর পাশে ; দেখা হ'ল যদি,
আয়, দুটি কথা বলি লঘু করি মন।
সন্তপ্ত অন্তর মোর, গেছে চ'লে সুখ,
গেছে চ'লে সহচরি, আশা সঙ্গে ক'রে,
আর তারা আসিবে না শান্তি দিতে মোরে
হু হু করে মন মোর, ধূ ধূ করি, প্রাণ
শুষ্ক কাষ্ঠ সম সই, যেতেছে জ্বলিয়া।
কিছুই লাগে না ভাল, মনে হয় মোর,
চ'লে যাই এই ছার সংসার ছাড়িয়া
দূর অরণ্যের কোলে, কিম্বা অন্য স্থানে।
থাকিতে না পারি আর এই গৃহকোণে,
এত জ্বালা স'য়ে বল্ কে পারে থাকিতে ?

তোর মত হ'তে মোর সাধ যায় সখি !
অবিরাম গতি তোর পবনের মত ;
যখন যেখানে মন যেতেছ ছুটিয়া,
একদিনো এক স্থানে না পার থাকিতে ;
দেখিতেছ কত দৃশ্য ভরিয়া নয়ন—
বনানীর শ্যাম শোভা, বিশাল পর্ব্বত,
উন্মত্ত সাগর-লীলা ; প্রকৃতিরাণীর
লুকানো ভাণ্ডার, ভাই, মুক্ত তোর কাছে !
নগরে নগরে আর গ্রামে গ্রামে ঘুরি,
শোন সই, কত সুখ-দুখের কাহিনী ;
বোঝ সকলের কথা, অন্তরের ভাব
গোপন না থাকে কিছু তোমার নিকটে।
স্পর্শিতে না পারে দুখ তোমারে সজনি !
আমি যদি এই মত পারি লো ভ্রমিতে,
ভুলে যাই সব জ্বালা ; তোমারি মতন,
হই তবে হাসিমুখী হর্ষভরা মন।

যদি সে কমলবনে, কল্পনে আমার,
হয় তোর গতি সই—যেথা বীণাপাণি,

মা আমার, মহানন্দে বসিয়া বিরলে
করিছেন বীণাধ্বনি ; কিম্বা আনমনে
পড়িছেন প্রকৃতির লেখা কাব্যখানি।
বলিবি বিনয় ক'রে মোর নিবেদন
তাঁর শ্রীচরণে সখি ! বাসনা আমার
ভ্রমিতে, তাঁহার যদি হয় অনুমতি ;
তিনি যদি দেন সখি, এ সুবিধা মোরে—
বুঝিব সকল ভাষা, অদৃশ্য হইয়া
পশিব সকল স্থানে পবনের মত।
মনোমত স্থান যত ভ্রমণ করিয়া
লভিয়া মনের শান্তি ভুলিয়া যাতনা,
(নূতন উৎসাহ পেয়ে নব বল দেহে)
আবার আসিব ফিরে মায়ের মন্দিরে।

বলেছিলে মোর কথা ? আদেশে মাতার
নিয়ে তাঁর রথখানি মনোরথগতি—
নিয়ে তাঁর আশীর্ব্বাদ, আনন্দিত মনে
এসেছ এখানে তুমি নিয়ে যেতে মোরে ?
বলেছেন বীণাপাণি, আশীষে তাঁহার
পশিব সকল দেশে অলক্ষিত রূপে,

বুঝিব সকল ভাষা জলের মতন ।
জলে, স্থলে, যথাসুখে ভ্রমিব সজনি,
তাঁর রথে, তোর সাথে অবাধ গমনে !
না থাকিবে ক্ষুধা তৃষা ভাবনা কি ভয়,
যতদিন ভ্রমণের শেষ নাহি হয় ।
সকল সুবিধা মাতা করেছেন দান,
বলিতেছ এইক্ষণে করিতে প্রস্থান,
উন্মুক্ত আকাশ-তলে কারাগৃহ ছাড়ি ?

একি কথা, সহচরি, শুনি তোর মুখে !
যাই যদি, কে তা হ'লে দেখিবে সংসার,
কে রাঁধিবে বল্ ভাই, আমি চ'লে গেলে,
কে করিবে ভোজনের ব্যবস্থা সবার ?
টিফিন না যাবে তবে, ঘণ্টা বেজে গেলে
মিছে টুনু পথপানে রহিবে চাহিয়া,—
সব মেয়ে খাবে, বালা ফেলিয়া নিঃশ্বাস,
বসিবে বিশুষ্ক মুখে ক্লাসে গিয়া তার
টিফিনের অদর্শন-যাতনা-কাতরা !
কে বকিবে বাদলেরে পড়া না করিলে ?

কে সাজাবে সিন্দুকটি শত অলঙ্কারে
লক্ষ্মীর আসনখানি ! নোটের তাড়াটি,
গিনিগুলি গোছ করে কে রাখিবে তুলে ?
সংসার খরচ হতে বাঁচায়ে বাঁচায়ে
কে জমাবে টাকা সই ! চাহিলে বাদল
'আজ নেই' ব'লে তারে কে দিবে ফিরায়ে ?

বড় দুষ্ট ভৃত্য মোর, কাজে ফাঁকি দিতে
খুব পটু, দাসীটিও দেখি সেইরূপ :
কাহার গম্ভীর ভাব করি নিরীক্ষণ,
সবাই করিবে কাজ যাহার যেমন ?
পারিবে না বধূমাতা আমার মতন,
গুছায়ে গৃহিণীপনা করিতে এমন ;
এ কাজ নহে ত সখি, যেমন-তেমন !
সংসার-সাগরে ঘোর ঝড় ঝঞ্ঝাবাতে,
কে পারে কৌশলে তরী পারে নিয়ে যেতে,
দক্ষ কর্ণধার বিনা - দেখ ভেবে মনে।
গেছে সুখ, গেছে আশা, তবুও সজনি,
এই গৃহকোণটিতে রয়েছি পড়িয়া,
অর্থ ও অনর্থময় মহাভার নিয়া !

ওরে সই ! সংসারের মাদকতা কত
বুঝিবে না, কখনো ত করনি সংসার।
বড় জ্বালা ! কিন্তু ভাই বড় ভাল লাগে
শাসন পালন কর্ম্ম ; বুঝি আমি কেন
রাজ্যরক্ষা তরে রাজা প্রাণ দেয় আগে।

তুমি শুধু চেয়ে আছ, আমি বুদ্ধিহত,
দোটানায় প'ড়ে ভাই, প্রাণ ওষ্ঠাগত !
যেতে চাই খুব, তবে যাই যে কেমনে,
কাজ মোর কে করিবে তাই ভাবি মনে ,
রুষিবেন বীণাপাণি সেবিকার' পরে,
তাঁর দান পুনরায় যায় যদি ফিরে !
যাই চ'লে, সেই ভাল, কথা রাখি মার,
সুযোগ জীবনে সখি, আসে না দু'বার !
বধূর উপরে দিই ভার সমুদয়,
টিফিন পাঠাতে যেন বিলম্ব না হয়,
না হয় বেগোছ ; কাজ ভাগ ক'রে দিয়ে,
কবিতার খাতা খানা হাতে ক'রে নিয়ে,
চড়ি তোর 'এরোপ্লেনে' চল্ সখি, চল্ !
ঘুরে আসি স্বর্গ, মর্ত্ত্য আর রসাতল।

দ্বিতীয় সর্গ

এই রথ তুমি এনেছ সজনি !
এতে নিয়ে যাবে মোরে ?
ফিরিবে না আঁখি দিবস রজনী
দেখি যদি ভাল ক'রে !
মেঘেতে যেমন চমকি চপলা
থমকি থমকি দোলে,
রথ খানি তোর তেমনি উজলা,
সুনীল গগন কোলে ;
বেড়িয়া ইহার আছে চারিধার
কনক কুসুম-লতা,
মাণিক রতন ফলের মতন
ঝুলিতেছে যথা তথা ;
অপূর্ব্ব আসন অপূর্ব্ব বসন
কি অপূর্ব্ব পরিষ্কার,
এই রথ খানি পাঠালেন যিনি,
অপূর্ব্ব কৃপা সে মার !
ত্বরা ক'রে উঠে বোস্, ভাই, বোস্,
চারিদিক দেখ্ চেয়ে,

রহিল না মোর কোনো আফশোস,
তোর মত সখী পেয়ে !
কালচক্র সম চলিবে সংসার
বুঝে নেবে সবে মিলে,
আমার ভ্রমণ হ'ত কিলো আর ?
এ সুযোগ ছেড়ে দিলে !

দুলিয়া দুলিয়া ঊর্দ্ধে উঠে রথ,
আনন্দে দোলে রে মন !
শোভার আধার এই শূন্য পথ,
করি সুখে নিরীক্ষণ
মনে পড়ে সই, সেই ছেলেবেলা,
স্কুলের দোলনা ক'রে,
দুলিয়া দুলিয়া করিতাম খেলা,
ছুটি হ'য়ে গেলে পরে ;
আরো মনে পড়ে যত কিছু মোর,
বলিব কি সব কথা ?
শুনিবি সঙ্গিনি, সকল কাহিনী,
মনে যত আছে গাঁথা।

পড়েছিনু আমি, মহাকাব্য খানি
বাল্মীকি মুনির লেখা,
সীতার সহিত রামের যখন
লঙ্কাপুরে হ'ল দেখা ;
পুষ্পক রথে, এই শূন্য পথে,
ভ্রমিলেন দুই জন,
দেখালেন রাম জানকী দেবীরে,
কত দৃশ্য অগণন ;
কতই আনন্দে, স্বামীর সহিত,
ভ্রমিলেন মহারাণী,
আজ আমি ভাই, সে পথে বেড়াই,
একাকিনী, অভাগিনী !
তুই মোর পাশে, আসিস শোভনে,
আমি বেঁচে আছি তাই,
পাষাণ-কঠিন, পরাণ আমার,
পুড়ে হ'য়ে গেছে ছাই !
মনের মতন দৃশ্য সুমোহন,
ঘিরে আছে চারিধার,—
যাহার ভিতরে, আছে মেঘ ক'রে,
ভাল কিছু লাগে তার ?

কোথা নিয়ে এলি, আমারে কল্পনে,
একি সব দেখি সই !
ঘূর্ণী ঝড়ে বালি উড়িছে আকাশে
চোখে প'ড়ে অন্ধ হই !
এ কেমন দেশ, বল্ সবিশেষ,
মরুর মতন দেখি,
শ্যামলা সুন্দরী, ধরণী রাণীর
উগ্র আরক্ত আঁখি !
আমার মনের ভিতরে যেমন,
নাই সুখ' নাই হাসি,
গাছ লতা পাতা কিছু নাই হেথা,
কেবল বালির রাশি ;
আরবের এই মরুভূর মাঝে
কেন নিয়ে এলি বল্ ?
এই দেশ দেখি, কে হ'বে লো সুখী,—
মিলিবেনা বিন্দু জল ;
মার্ত্তণ্ড দেবের প্রচণ্ড কিরণে,,
তপ্ত-বালি-ভরা ভূমি,
এ ভীষণ পথে, কে পারিবে যেতে,—
সঙ্গে যাই ছিলে তুমি !

তাই অনায়াসে, মরুভূর শেষে,
এসে ত পড়েছি সই,
কূপ ভরা জল, বৃক্ষ ভরা ফল,
দেখে সুখে চেয়ে রই !
দেখ সারি সারি এদেশের বাড়ী,
গড়ন তাঁবুর মত,
রেশমী রুমাল মাথায় বাঁধিয়া,
পথে দেখ লোক কত !
চলিতেছে সবে, বলি উচ্চ রবে
রাবেয়া মাতার জয়,
হাতে ক'রে নিয়ে, দুধ সরবৎ,
ফল ফুল সমুদয়।
কে সেই রাবেয়া, কেন সবে তারে,
এত ভালবাসে ভাই !
শুনিব সকল, চল্ সখি চল্,
এদের পিছনে যাই।

ছোট এক খানি কুটীর সুন্দর
যদিও সে পুরাতন,

তাহার স্থমুখে, আছে ঊর্দ্ধমুখে,
বহু দীন দুখী জন ;
এরা সবে এসে, কত ভাল বেসে
তাদের করিছে দান,
কত যুগ আগে, রাবেয়া জননী,
জন্মেছিলা এই স্থান।
পবিত্র করিয়া আরব প্রদেশ,
পুণ্য চরিত্রে তাঁর,
কাঁদায়ে সকলে, গিয়েছেন চলে,
জগতের পর পার।
শুনে সব কথা, সাধ যায় সখি,
যদি লো তাহারে দেখি,
সার্থক হবে এ মরুভূ' ভ্রমণ,
সার্থক হবে এ আঁখি!
তোমার অসাধ্য নহে সে কল্পনে,
এ ত আমি বেশ জানি,
যাও, ত্বরা যাও, বাসনা পুরাও,
রাবেয়া মাতারে আনি ;
বুঝায়ে তাঁহারে, বলো ভাল ক'রে,
আমার এ মনোরথ,—

তাঁহার কুটীরে ব'সে আছি আমি,
চাহিয়া তাঁহারি পথ ,
স্বরগ হইতে, জনমভূমিতে,
আস্থন স্মরিতে দুখ :
কুটীরের দ্বারে, দেখিয়া আমারে,
হ'বে না কি হাসি মুখ ?

তৃতীয় সর্গ

নীরবে নামিল সন্ধ্যা, দিক আলো ক'রে
স্বর্ণ রথখানি তার সে মরু প্রান্তরে
করিতেছে ঝলমল ; উজলি গগন
চলিলেন দিবাকর ; আঁধারে মগন
করি' মরুভূর শেষ সেই গ্রামখানি
আসিছেন নিশীথিনী ! কাষ্ঠ খণ্ড আনি'
বসি মাতা রাবেয়ার কুটীরের দ্বারে,
দুটি হাত যোড় করি প্রণমি তোমারে
ভগবান ! ধীরে ধীরে ছায়ার মতন,
দূর-দিগন্তের কোলে মিলাল কেমন
প্রকৃতির চারু হাসি ; কল্পনা আমার
গেছে রাবেয়ার তরে রথ নিয়ে তার।
সুদূরে কুটীরে দীপ উঠিছে জ্বলিয়া,
এ আঁধারে একাকিনী বসিয়া বসিয়া
ভাবিতেছি চেয়ে আলো-রেখাটির পানে ;
গিয়াছে কল্পনা সখী যাহার সন্ধানে
যদি নাহি পায় তাঁরে, নিজেও না আসে,
কোথায় থাকিব আমি এ মরুপ্রবাসে ?

পারিব না ফিরে যেতে স্বদেশে আমার,
(কল্পনা যে চ'লে গেছে রথ নিয়ে তার)
কে জানে কি হ'বে তবে? ফিরায়ে বদন,
দেখিনু কুটীর নহে আঁধার এখন!
গৃহ মধ্যে শয্যা 'পরে একটি বালিকা,
শুয়ে আছে যেন শুষ্ক কুসুমকলিকা।
এ কি ইন্দ্রজাল! দ্বারে রয়েছি বসিয়া
কুটীরে পশেছে বালা কোন্ পথ দিয়া?
কখন্ জ্বালিল আলো? কাছে যাই তার,
সব দেখে শুনে যাবে সংশয় আমার।

দাঁড়ায়ে শয্যার পাশে দেখিলাম চেয়ে,
দরিদ্র কুটীরে শুয়ে এই দীনা মেয়ে;
মলিন মু'খানি তার মলিন বসন,
মলিনতা মেঘে ঢাকা দেহের কিরণ:
রয়েছে ঘুমিয়ে আহা, তুলিব না আর,
কালি প্রাতে শোনা যাবে সকল ব্যাপার।
কুটীরের বারান্দায় এক পাশে ব'সে
কাটাই প্রথম নিশা আরব প্রদেশে।

গলায় তারার মালা তারাফুল কেশে,
বসেছেন নিশারাণী ওই ঊর্দ্ধ দেশে ;
অতি নিম্নে বসি এই কন্যা বসুধার,
দেখিতেছে তামসীর সাজের বাহার।
নাই হেথা ঝিল্লী রব, — ঘন অন্ধকার
অটবীর কোলে কোলে ; সব পরিষ্কার
দেখায় দিনের মত ; দীর্ঘ বক্র পথ
চ'লে গেছে কত দিকে ; কল্পনার রথ
এখনি আসিবে নেমে ইহার উপরে—
পথটি কি পড়ে আছে সেই আশা ক'রে

প্রভাতে মরুর মাঝে ভানুর উদয়,
বুঝিবে না দেশবাসী কি যে শোভাময় !
উঠিতে আকাশ পথে মহান ভাস্কর
ছড়াইয়া স্বর্ণরেণু সে মরুপ্রান্তর
করেছেন প্রভান্বিত : হেরি তাঁর দান,
আনন্দে পাখীরা করে কত স্তব-গান :
আনন্দ উথলে মনে করি' দরশন,
জবাকুসুমের মত আরক্ত বদন।

প্রণমি তোমারে প্রভো ! প্রণমি তাঁহায়
যাঁর কথা গাঁথা আছে মনের পাতায়।
নামিল নয়ন মোর শুনি' পদশব্দ,
মেয়েটি আমায় দেখে হয়ে গেছে স্তব্ধ !
বিস্ময়ে সুনীল আঁখি বিস্তার করিয়া
চেয়ে আছে মুখপানে ; কহিনু হাসিয়া,
"এসেছি এখানে আমি বহু দূর হ'তে,
দেখিতে তোমার দেশ কল্পনার রথে ;
অতিথি তোমার বালা, ভারতীর বরে,
শিখেছে সকল ভাষা আয়াস না ক'রে।
কে তুমি, একেলা হেথা আছ কি কারণ,
শুনিতে বাসনা মোর সব বিবরণ।"
নত করি' আঁখি দু'টি কহিল সে ধীরে,
"ছিলাম পিতার সহ এ ক্ষুদ্র কুটীরে,—
শৈশবে মা-হারা আমি, যতনে তাঁহার,
হয় নাই কোনো ক্লেশ কখনো আমার।
মজুরী করিয়া পিতা ফিরিতেন ঘরে,
জল পাখা নিয়া আমি দিতাম সত্বরে ;
আমাকে দেখেই তাঁর শ্রান্তি হ'ত দূর,
বলিতেন কত কথা, কি স্নেহ-মধুর !

আনন্দে কাটিত দিন ; বেতুইনগণ,
উল্কা সম আসি হেথা পড়িল যখন,
কাষ্ঠস্তূপ মধ্যে মোরে করিয়া গোপন
বাহিরে ছিলেন পিতা ; তখনি বন্ধন
ক'রে নিয়ে গেল তাঁরে মরুর ওপারে,—
কত লোক নিয়ে গেছে পেয়েছে যাহারে ;
লুটে নিল কত ধন করি' অত্যাচার—
অদম্য, না মানে তারা শাসন রাজার।
নিয়েছে আমার ভার প্রতিবেশিগণ,
কাজ করি, করে তারা ভরণ-পোষণ ;
নিশীথে কুটীরে এসে থাকি এ আশায়,
আসিবেন পিতা মোর পাব পুন তাঁয়,
রাবেয়া আমার নাম।" চমকিল হিয়া,—
ভুল মোর,—এ বালিকা নহে সে রাবেয়া :
স্বর্গগতা সে মহিলা সর্ব্বপূজ্যা দেবী,
এরে দেখে কেন ভাবি তাঁর মুখ-ছবি !
জিজ্ঞাসিনু তারে আমি, "কহ বালা মোরে,
আমি যদি কিছুদিন তোমার এ ঘরে
করি বাস, অসুবিধা হবে কি তোমার ?"
কহিল বালিকা, "এ যে সৌভাগ্য আমার !

একেলা কুটীরে পড়ে করি হায় হায় ;
আপনারে কাছে পেলে কথায় কথায়
কাটিবে আমার দিন ; কাজে চ'লে যাই,
ফিরে এসে পুনরায় দেখা যেন পাই !
খেজুরের দেশ এই, বেলা হ'লে পরে,
আনিব খেজুর দুধ আপনার তরে।"
কহিলাম, "প্রয়োজন হ'বে না তাহার,
নাহি মোর ক্ষুধা তৃষা কৃপায় মাতার।
কেবল থাকিব ব'সে তোমার কুটীরে,
যাও তুমি, কাজ হ'লে এস ত্বরা ফিরে।"
চলিল রাবেয়া, পুনঃ পশ্চাতে ফিরিয়া,
দেখিছে আমার পানে কিছু দূরে গিয়া।
হাসিলেন বসুমতী, প্রাতঃসূর্য্য করে,
দেখি' হাসি রাবেয়ার ম্লান ওষ্ঠাধরে।

চতুর্থ সর্গ

সন্তপ্ত করিয়া সবে প্রচণ্ড কিরণে
সারা দিন, দিনমণি নিলেন বিদায় ;
শুনিনু বিষাদ গাথা পাখীর কূজনে,
আমরাও যাই তবে, দিন চ'লে যায় !

শীতল সমীর সহ সন্ধ্যা সোহাগিনী,
আসিলেন দিবসের তাপ করি দূর ;
রাবেয়ার কুটীরেতে বসি' একাকিনী,
দেখিতেছি প্রকৃতির সে শোভা মধুর ।

সুদূর সে ভারতের রাজধানী মাঝে,
জীবনের কত দিন গিয়াছে আমার ;
কত সুখ, কত দুখ, কত রূপ কাজে—
কত ভয় ভাবনায় দেখিয়া আঁধার !

অগ্নিময়ী আরবের মরুভূমি পারে,
যায় দিন রাবেয়ার মুখ পানে চেয়ে ;
ভুলে আর সব কথা, ভুলি আপনারে,
ভাবি কিসে সুখী হবে দুখিনী এ মেয়ে !

পরাণ পড়েছে বাঁধা রাবেয়ার স্নেহে—
অনাবিল স্নেহে পূর্ণ হয়েছে এ বুক ;
স্পষ্ট সব, গোল আর নাহি ত সন্দেহে,
মন যে নিয়েছে এঁকে ওই ক্ষুদ্র মুখ !

দুষ্টমতি সখী যদি নাহি আসে ফিরে,
দেখে তার দেরি মনে ক্রমে আশা ক্ষীণ ;
রাবেয়া ! তোমারে নিয়ে এ দীন কুটীরে,
চ'লে যাবে একরূপে অবশিষ্ট দিন।

মূর্ত্তিমতী সন্ধ্যা সম সুমন্দ গমনে,
আসিছে রাবেয়া ঘরে সারাদিন পরে
শ্রমক্লেশে ম্রিয়মাণা ; বিস্মিত নয়নে
দেখিলাম জলপূর্ণ পাত্র নাই করে।

মরুভূর মহাতৃষা ! পান্থ কত জন
পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ বসে আসি' দ্বারে ;
ফল-জল রাখে বালা করিয়া যতন,
কেহ ফিরে নাহি যায়, তোষে সে সবারে।

কহিনু 'রাবেয়া, আজ আন নি যে জল,
এ কাজে কখনো ভুল দেখি নি তোমার ;

ফিরিবে নিরাশ হয়ে তৃষ্ণার্ত্ত সকল,
চাতকের মত আহা, করি হাহাকার !'

নত করি' ছল-ছল আঁখি দুটি দুখে,
বসিল বালিকা সেই বারান্দার পাশে ;
সরিল না কথা আর আমার এ মুখে,
দেখিয়া শোণিতধারা তার পৃষ্ঠবাসে !

ধীরে ধীরে পৃষ্ঠবস্ত্র করি অপসার,
দেখিলাম বেত্রাঘাত-ক্ষত ভয়ঙ্কর !
জিজ্ঞাসিনু 'বল শুনি, এ কাজ কাহার,
এদেশে কে আছে হেন নিঠুর বর্ব্বর ?'

কহিল রাবেয়া, 'ধনী হুসেন বণিক,
তার বাড়ী ছিল মোর আজিকার পালা ;
সোফী নামে কন্যা তাঁর সবার অধিক,
অধীনস্থে এইরূপ করে সেই বালা।

পরমা রূপসী, তার অপরূপ রূপ,
'বসোরা গোলাপ' বলি সবাই আদরে ;
হারেমে নিবেন তারে তুরস্কের ভূপ,
বিবাহ না দেন পিতা এই আশা ক'রে।'

সমান্য ওষধি ক্ষতে করি বিলেপন
কহিলাম, 'পৃষ্ঠে ব্যথা পেয়েছ প্রচুর ;
সাবধানে এক পাশে করিয়া শয়ন,
রাবেয়া, ঘুমাও তুমি, শ্রান্তি হোক দূর।'

শয়ন করিল বালা, চেয়ে তার পানে,
ভাবিলাম কত কথা নাহি তার শেষ ;
কি ইচ্ছা তোমার হরি ! কেহ নাহি জানে,
কেন এ সুশীলা বালা পায় এত ক্লেশ।

অবসান প্রায় নিশা ; প্রভাত সমীর
কাঁপায়ে গাছের পাতা বহিতেছে ধীরে ;
ভীষণ গরম ঘরে ; হইনু সুস্থির
পেয়ে পবনের স্পর্শ আসিয়া বাহিরে।

আধ অন্ধকার, আধ আলোকের মাঝে,
দেখায় ছবির মত সুপ্ত পল্লীখানি ;
মুগ্ধ হয়ে গেল আঁখি, সুধাশুভ্র সাজে
দাঁড়াল আকাশপথে যবে উষারাণী !

হেরি সে সুচারু শোভা না ফিরে নয়ন,
সহসা দেখিনু দূরে সে মরু প্রান্তরে,

আসিতেছে এই দিকে পান্থ একজন,
ভূমিতে চরণ তার পরে কি না পড়ে !

প্রাঙ্গণে প্রবেশি' হ'ল চরণ অচল,
'রাবেয়া রাবেয়া !' পান্থ ডাকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ;
'ওঠ মা রাবেয়া, উঠে আন ত্বরা জল,
ফিরে যে এসেছি আমি এস মোর পাশে।'

সে স্বর পশিল যেই রাবেয়ার কাণে,
'বাবা, বাবা !' বলি কন্যা উঠিল সত্বরে :
'একি বাবা, কেন তুমি শুয়েছ ওখানে ?
বিছানায় শোবে চল নিয়ে যাই ঘরে।'

ভগ্নকণ্ঠে কহে পান্থ, 'রাবেয়া আমার !
বড় তৃষা, জল দিয়ে বাঁচাও মা প্রাণে ;
আঘাতি' ললাট, নিয়ে জল পাত্র তার,
অমনি ছুটিল বালা বারির সন্ধানে।

'রাবেয়া !' বলিয়া পান্থ হইল নীরব,
পড়িতে লাগিল শ্বাস থাকিয়া থাকিয়া ;
জ্ঞান-বুদ্ধি-হারা হয়ে দেখিলাম সব,
কি করা উচিত, কিছু না পাই ভাবিয়া।

রাবেয়া আসিল ফিরে জল পাত্র করে,
'খাও বাবা' বলি' বারি মুখে দিল তার ;
চাহিয়া রহিল পান্থ পলক না পড়ে,
নাহি তার শক্তি আর পান করিবার !

আকুল, করুণ শুনি রাবেয়ার স্বর,
শুভ জল-পূর্ণ পাত্র নিরখি নয়নে,
আবার করিল যাত্রা সে পথিকবর
শান্তি পথে মুক্ত হ'য়ে সকল সঙ্কটে।

রাখি সে শবের পরে অনিমেষ আঁখি,
রাবেয়া রহিল ব'সে জল হাতে ক'রে,
পাষাণ প্রতিমা যেন,—কাছে যাই ডাকি,
পারি যদি তুলে তবে নিয়ে আসি ঘরে।

দাঁড়ায়ে মৃতের পাশে কি দেখিনু আহা !
বেদুইন দস্যুদের যত অত্যাচার,
অঙ্কিত সে দীর্ঘ দেহে, চিরাঙ্কিত তাহা,
চির জীবনের মত চিত্তে রাবেয়ার।

কত বেত্রাঘাত অহো ! কত অত্যাচার
সয়েছেন পিতা তার বেদুইন-গৃহে ;

কত ক্লেশ পলায়নে, মরু হ'তে পার,
এসেছেন ফিরে তবু রাবেয়ার স্নেহে।

সমবেত হ'ল শুনি' প্রতিবেশীগণ,
হুসেন বণিক এল সবে সঙ্গে ক'রে ;
স্নানশেষে শব-অঙ্গে সুগন্ধি লেপন,
ক'রে নিয়ে গেল তারা রাখিতে কবরে।

ভগবান ! বলি বালা ছাড়িয়া নিঃশ্বাস,
তুলিল নয়ন দুটি আকাশের পানে :
জনকের যাতনার যত ইতিহাস,
পারিল কি জানাতে সে বিচারক স্থানে ?

পঞ্চম সর্গ

রাবেয়ার যায় দিন ; আসি নিশারাণী,
কৃষ্ণ বসনের সূক্ষ্ম যবনিকাখানি—
দিল টানি, সে কোমল মুখের উপরে,
রহিল শিশির বিন্দু আঁখি সিক্ত ক'রে ;
যেখানে ছিলেন পিতা অন্তিম শয়নে,
সারাদিন সেইখানে সজল নয়নে
ব'সে থাকে পিতৃহারা অভাগিনী মেয়ে ;
নির্ব্বাক নিস্পন্দ হয়ে কি দেখে সে চেয়ে !
হুসেন বণিক এল নিকটে তাহার
সুমিষ্ট প্রবোধ বাণী দিতে উপহার :
'রাবেয়া, যেওনা কাজে, যাহা প্রয়োজন,
পাঠাব সে সব আমি করিয়া যতন।
আসিবে আমার সোফী তোমার নিকটে,
এ সময়ে একলাটি, কষ্ট হয় বটে !'
যখন যে কেহ আসে অদৃশ্য হইয়া,
সকলেরি কথা আমি শুনি মন দিয়া ;
সদয় হৃদয় সেই বণিক সুজন,
রাবেয়ারে মনে করে কন্যার মতন।

বণিক চলিয়া গেল, কিছুদিন পরে,
সেখানে আসিল সোফী মার হাত ধ'রে ;
অন্তরাল হ'তে আমি দেখিলাম চেয়ে,
শুক্রতারা সম সেই শোভাময়ী মেয়ে ;
হাস্যময়ী মূর্ত্তিখানি তেজোময়ী ভাষা,
নিখুঁত সুন্দর সব, চক্ষু, কর্ণ, নাসা ;
চম্পকনিন্দিত বর্ণ নিটোল গড়ন,
কুটীর করেছে দীপ্ত দেহের কিরণ ;
সুন্দর সবুজ বেশ স্বর্ণ অলঙ্কার,
ওড়নায় দেখা যায় সবি পরিষ্কার।
ভাল ক'রে দেখে নিয়ে সোফীর ধরণ ;
রাবেয়ার দিকে মোর ফিরিল নয়ন ;
তার রূপ ছাই-চাপা আগুনের মত,
না পড়ে সহজে চোখে মলিন সতত ;
বিশাল সুনীল আঁখি অপূর্ব্ব উজ্জ্বল,
বিষণ্ণ বদন — যেন বিশুষ্ক কমল ;
কমনীয় কৃশ দেহ—নমনীয় ভাব,
দেখিলেই মনে হ'ব মধুর স্বভাব ;
রুক্ষ কেশে ঢেকে আছে মুখখানি তার,
এলো-মেলো বেশ কিছু নহে পরিষ্কার।

আমার লাগিল ভাল নতমুখী বালা,
অগ্নিকণা সম সোফী ছড়াইছে জ্বালা —
কহিছে, রাবেয়া 'ছি ছি ! ঘৃণা হয় মোর,
ব'সে ব'সে খেয়ে শুয়ে ভাল লাগে তোর ?
দয়ালু আমার পিতা, তোর জ্ঞান নাই,
বাড়ীতে থাকিস ব'সে দেখিতে না পাই !
রহিল আমার বাসে তোর নিমন্ত্রণ,
কাজে গেলে ভুলে যাবি সকল বেদন'।
কহিল সোফীর মাতা, 'কি বলিস মেয়ে,
দয়া কি হয় না তোর ওর পানে চেয়ে !
রাবেয়া, বুঝিয়ে মন দিল্ কর খোস,
বেহেস্তে গেছেন পিতা কেন আফশোস ?
হ'তেছে কোরাণ পাঠ আমাদের ঘরে,
যেও তুমি, শান্তি পাবে শোকার্ত্ত অন্তরে।'
চ'লে গেল তারা, চেয়ে রাবেয়ার পানে,
সে আছে তেমনি, কথা পশেনি কি কাণে !
'রাবেয়া ! কহিনু আমি সান্ত্বনার সুরে,
শোন কথা, বুঝে দেখ, শোক যাবে দূরে ;
বেদুইন-গৃহে পিতা ছিলেন যখন,
তখন রাবেয়া, তুমি কর নি এমন ;

স্বরগে গেছেন তিনি ভুলে দুখ-জ্বালা,
এক দিন তুমিও ত যাবে সেথা, বালা।
সে দিন আসিবে হ'য়ে কত শান্তিময়,
দুখ পরে আসে সুখ ইহাতো নিশ্চয়।'
ধীরে মুখ তুলি কন্যা কহিল তখন,
'কালি প্রাতে কাজে আমি করিব গমন।'

রাবেয়া হয়েছে পুন পূর্ব্বের মতন ;
নীরবে সে নিজ কাজ করি সম্পাদন,
সন্ধ্যা বেলা ফিরে আসে শ্রান্ত কলেবরে,
কোরাণের কথা কত কহে আসি মোরে।
সর্ব্বস্ব তাহার পিতা, সেই শোকভার,
পাষাণের মত বুকে বেজেছিল তার ;
ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে, কমিতেছে সব,
দেখে তার ভাব মোর হয় অনুভব।
চঞ্চল হয়েছি আমি কল্পনার তরে,
সে কি আর আসিবে না র'ব হেথা পড়ে !
রাবেয়া চলিয়া গেলে, জানালার ধারে,
ব'সে চেয়ে থাকি আমি পল্লীর ওপারে ;
ধূ ধূ করে মরুপথ, বালির পাহার,
মাঝে মাঝে দেখা যায় উচ্চ শির তার ;

দেখা যায় তারি পাশে খেজুরের বন,
ভার নিয়ে উষ্ট্রযূথ চলেছে কেমন !
দেখি ব'সে দল বেঁধে কত শত জন,
উষ্ট্র-রথে মরুপথে করিছে গমন ;
আমাদের মত নয় এদের ভ্রমণ,
উট মোট সব যেন অদ্ভুত রকম !
দৃঢ়কায় কত পান্থ, যদিও সে কম,
পদব্রজে মরুপথ করে অতিক্রম :
সূর্য্যের অনলবর্ষী সুতীক্ষ্ণ কিরণ,
ইহারা করিবে তুচ্ছ দেখিলে শমন !
সুগৌর বরণ সবে অতি দীর্ঘকায়,
কোমলতা কা'রো মুখে দেখা নাহি যায় ;
আশ্চর্য্য সাহস ধৈর্য্য সুদৃঢ় শরীর,
এদেশের লোক যত সকলেই বীর।
পান্থপাদপের বৃক্ষ মরুর ভিতরে,
বারি দানে পথিকের প্রাণ রক্ষা করে ;
পিপাসায় মৃত প্রায় পথিক সকল,
সেই বারি পান করি হয় সুশীতল।
চাহিয়া রহিনু হেরি সৌন্দর্য্য ঘোড়ার,
এদের নিকটে কিছু নয় 'ওয়েলার' !

একটু গরম হ'লে 'ওয়েলার' মরে,
এ ঘোটক অনায়াসে মরু-ভূমি তরে ;
রাশি রাশি টাকা দিয়ে আমাদের দেশ,
'ওয়েলার' কিনে করে দুর্ভোগের শেষ !
আমার পছন্দ খুব আরবের ঘোড়া,
ইচ্ছা হ'ল দেশে নিয়ে যাই এক যোড়া ;
এই সব দেখি শুনি ব'সে জানালায়,
কখনো বা রত থাকি ঈশ্বর চিন্তায়।

একদিন ব'সে আছি চেয়ে পথ পানে,
বহু অশ্ব পদ শব্দ প্রবেশিল কাণে ;
চমকি উঠিনু শুনি, খুসী হ'ল মন,
দেখিব আরব অশ্ব ভরিয়া নয়ন।
অশ্ব পদ-উত্থিত সে বালুকা কণায়,
ঝড় বহিতেছে, কিছু দেখা নাহি যায় ;
দেখিলাম পল্লীপথে প্রবেশিলে পর,
শতেক সতেজ অশ্ব সজ্জিত সুন্দর !
শুভ্রবেশ অস্ত্রধারী আরোহী সকল,
এরা বুঝি আরবের রাজসৈন্য-দল
যেতেছে এদিক দিয়ে ; সশস্ত্রে সত্বর
সে পল্লীর পুরুষেরা হ'ল অগ্রসর,

বাধা দিতে সৈন্য সবে নির্ভীক অন্তরে,
দেখিনু দাঁড়ায়ে যুদ্ধ পথের উপরে।
শুনিলাম আহতের ভীষণ চীৎকার,
পড়িল কত যে ঘোড়া সংখ্যা নাই তার!
শোণিতে রঞ্জিত সব না পারি দেখিতে,
রাবেয়া আসিল কাছে কাঁপিতে কাঁপিতে;
কহিল সে, 'জান না কি হয়েছে ব্যাপার,
বেদুইন দস্যুদল এসেছে আবার!
যদিও দিতেছে বাধা করি প্রাণপণ
পারিবে না প্রতিবেশী; শেষ হলে রণ,
কে জানে কি দশা হ'বে—ভয়ে ম'রে যাই,
কোথায় লুকাব আমি কাষ্ঠস্তূপ নাই!'
কাঁপিল আমার প্রাণ, মন, হস্ত, পদ,
বেদুইন দস্যু এরা, তবে ত বিপদ!
গৃহমধ্যে বালিকারে গোপন করিয়া,
বাহিরে আসিনু আমি দ্বারে চাবি দিয়া;
অদৃশ্য হইনু মাতা ভারতীর বরে,
তা' না হ'লে আমাকেও নিয়ে যেত ধরে!
দেখিলাম শেষ হ'ল অসম্ভব রণ,
পড়িল পুরুষ সবে নাই এক জন!

আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে বেদুইনগণ,
বাড়ীর ভিতরে গিয়ে দিল দরশন ;
ছুরিকা, বন্দুক আর তরবারি নিয়া,
আরব রমণী যত আসিল ছুটিয়া ;
অল্পক্ষণ যুদ্ধ করি' পরে গেল তারা,
ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ভয়ে কেঁপে সারা !
ভীষণ ছুরিকা হাতে সোফীর জননী,
বাহির হইল পথে যেন পাগলিনী ;
হাসিল দেখিয়া তারে বেদুইনগণ,
পারে নি ধরিতে তায় থাকিতে জীবন।
সুসজ্জিত সুন্দর সে বণিকের পুরী,
দস্যুগণ দিল আহা, ছারখার করি !
তুলিল সকল ধন উটের উপরে,
দেখিনু সুন্দরী সোফী দলপতি করে !
অমনি পড়িল মনে রাবেয়ার কথা,
পবন গতিতে ছুটে আসিলাম তথা ;
রেখেছে অনেক বন্দী এক সঙ্গে ক'রে,
রাবেয়া দাঁড়ায়ে আছে তাদের ভিতরে।
একি অত্যাচার, হরি, একি অবিচার,
এদেশেতে নাই বুঝি শাসন রাজার।

ষষ্ঠ সর্গ

সেই দিন সন্ধ্যা সতী দেখিলেন দুঃখে,
চেতন ও অচেতন,
নিয়ে সমুদয় ধন,
চলিয়াছে দস্যুগণ গৃহ অভিমুখে।

শ্মশান হয়েছে আহা, সে পুরী সুন্দর,
এখানে সেখানে শব,
ছিন্ন হস্ত পদ সব !
ভগ্ন গৃহে ভেদি' ওঠে কত আর্ত্ত স্বর।

বণিকের দেহ পিষ্ট অশ্ব-পদতলে,
রক্ষিতে বিভব-মান,
বৃথা সে ত্যজিল প্রাণ,
পড়িল মানিক তার দস্যুর কবলে।

দলপতি অশ্বপৃষ্ঠে বিষণ্ণ বদনে,
চলেছে বণিক-বালা,
মরু-পথ করি আলা,
শোকের কালিমা মাখি' সোনার বরণে।

চলেছে রাবেয়া মোর অবনত শিরে,
চেয়ে তার মুখ পানে,
বেদনা বাজিল প্রাণে,
আমিও চলিনু সাথে অদৃশ্য শরীরে।

ছাড়িতে কুটীরখানি কষ্ট হ'ল বেশ,
কত দিন কত মাস,
এখানে করিনু বাস,
কে জানে চলেছি কোন্ অজানিত দেশ।

অদৃশ্য হইল বেগে অশ্বারোহিগণ,
জন-কত বেদুইন
চলিতেছে নিশিদিন,
বন্দী নিয়ে, কত রূপ করিয়া তাড়ন।

পাদুকায় তপ্ত বালি করিয়া প্রবেশ,
রাবেয়ার পদদ্বয়,
হ'য়ে গেছে ক্ষতময়,
চলেছে বালিকা তবু না জানায়ে ক্লেশ।

বিকৃত না হয় তার সে প্রশান্ত মুখ,
না বলিয়া কোন কথা,

সহিছে সকল ব্যথা,
রোদের প্রচণ্ড তাপ পথশ্রান্তি দুখ।

রাঁধে বাড়ে প্রতিদিন বেদুইনগণ,
ডাল রুটী নুন জল,
আর কিছু মিষ্ট ফল,
এই খেয়ে করে সবে জীবন ধারণ।

নিশীথে নিদ্রায় এরা না হয় মগন,
ভীষণ সূর্য্যের দাপে,
যখন জগত কাঁপে,
তখন তাঁবুতে করে আহার-শয়ন।

এইরূপে দশ দিন হ'লে পরে গত,
খেজুর বনের ধার,
দেখিনু তাঁবুর সার,
বহুদূর বিস্তৃত সে নগরের মত।

ঝরণায় ঝরিতেছে ঝর ঝর জল,
আরো বেশী তাড়া দিয়ে,
ব দী সবে যায় নিয়ে
দস্যুরা, নিকটে পেয়ে নিজেদের দল।

দেখিলাম 'ওয়েশিস' করি নিরীক্ষণ,
দেখিনু মরুর মাঝে,
সুন্দর সহর রাজে,
মায়াপুরী মত মরি, অপূর্ব্ব দর্শন !

সুনীল শিবির এক অতি চমৎকার,
লোহিত-পতাকা শিরে,
পবনে দুলিছে ধীরে,
এইখানে বাস বুঝি এদের রাজার।

বালক ও বৃদ্ধ বন্দী নিয়ে গেল দূরে,
বালিকা তা' দেখে হায়,
সজল নয়নে চায় —
কে জানে রাখিবে নিয়ে কোন্ অন্ধ-পুরে !

যেখানে বসিয়া আছে বণিক-দুহিতা,
সুসজ্জিত সে শিবিরে,
নিল সব বন্দিনীরে,
ভাবিলাম ভাল, হ'বে একত্রে পালিতা।

বসিয়া রহিল সোফী ফিরায়ে বদন,
চাহিল না কারো পানে ;

গেল এরা অন্য স্থানে,
না আসে তাহার পাশে আর একজন।

দিন চলে যায় আহা, রাবেয়া আমার,
তেমনি আনত মুখে,
তেমনি মলিন দুখে
থাকে ব'সে ভাবান্তর না হয় তাহার।

সভয়ে সেখানে করি সংগোপনে বাস,
বেদুইন দস্যুপুরী,
অদেখা হইয়া ঘুরি,
রাবেয়ার মুক্তি মোর অন্তরের আশ।

একদিন দেখি সব সজ্জিত আকার,
মধুর বাজনা বাজে,
দস্যুদল শুভ্র সাজে,
বুঝিনু আসিবে আজি এদের সর্দ্দার।

দাঁড়ায়ে রহিনু মনে কুতূহল ভ'রে,
কেমন সে দস্যুরাজ,
যাহার এমন কাজ,
এখনি দেখিব সেই নিঠুর পামরে।

ছড়ায় কনকরশ্মি প্রভাত তপন,
তাঁর তেজ চুরি করি,
কাহারা আসিছে মরি,
আলোকিত করি দিক তাঁহারি মতন !

বাহির হইল বেগে বেদুইনগণ,
উন্নত মস্তক যত,
অমনি হইল নত,
দস্যুপতি সন্নিকটে আসিল যেমন।

অশ্ব হ'তে এক লাফে নামিয়া ভূতলে,
দেখি সেলামের রাশি,
ঈষৎ মধুর হাসি,
সঙ্গী সহ দস্যুরাজ শিবিরেতে চলে।

দেখিলাম অনুপম মুখখানি তার,
সুদীর্ঘ সুন্দর কায়,
বীর সাজে শোভা পায়,
পুরুষের এত রূপ দেখি নাই আর !

এই দস্যু, এই হীন, এই কি বর্ব্বর ?
আরব দেশের ত্রাস,

করে শুধু সর্ব্বনাশ,
আমার ত মনে হয় মহান্ এ নর !

সে দিন কাটিল মোর ভাবিতে ভাবিতে,
কেন এ মানবরাজ,
করিছে এমন কাজ,
ভগবান! পার না কি ইহারে ফিরাতে ?

পর দিন প্রভাতের কাজ হ'লে শেষ,
তাদের দাসীরা আসি,
কহিতে লাগিল হাসি,
'সাজিবে তোমরা সবে হয়েছে আদেশ।'

নিয়ে এল নানারূপ রঙীন বসন,
সাজাইল সালঙ্কারা,
সুন্দরী সোফীরে তারা,
আর সবে পরাইল যেমন তেমন।

আসিল সে দলপতি গম্ভীর বদন,
সমুদয় বন্দিনীরে,
নিয়ে চলে সে শিবিরে,
যে শিবির তাহাদের রাজনিকেতন।

চলিনু তাদের সাথে অদৃশ্য শরীর,
ইহাদের পরিণাম,
ভাবিয়াছি অবিরাম,
এইবারে একেবারে হ'য়ে যাবে স্থির।

দেখি নাই কভু আমি রাজনিকেতন,
লাট প্রাসাদের সাজ,
নিশ্চয় পাইবে লাজ,
হেরি' এই মরুদস্যু-শিবির শোভন।

পারস্য গালিচা পরে ফেলিয়া চরণ,
প্রবেশি' ভিতরে তার,
দেখিনু কি চমৎকার!
এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ নহে ইন্দ্রের ভবন!

দাঁড়াল বন্দিনী যত সুবৃহৎ ঘরে,
একপাশে বন্দী সব,
কারো মুখে নাই রব,
পুতুলের মত যেন আছে চুপ ক'রে।

এক ধার ভ'রে গেল লুণ্ঠনের ধনে,
জননীর অলঙ্কার,

দেখিয়া ভিতরে তার,
চাহিয়া রহিল সোফী সজল নয়নে।

পর্দা তুলিল দাস আর কিছু পরে,
প্রবেশিল দস্যুপতি,
অমনি করিয়া নতি,
দলপতি আগু হ'য়ে আসিল সত্বরে।

কহিল সে লুণ্ঠনের সব বিবরণ,
বন্দী তার কত জন,
এনেছে সে কত ধন,
তার পরে ধীরে বলে, মৃত কত জন।

মধ্যস্থলে উচ্চাসন সজ্জিত সুন্দর,
বসিলেন দস্যুবীর
নয়ন রাখিয়া স্থির,
সোফীর সুন্দর মুখ-পঙ্কজ উপর।

শুনিলাম সর্দ্দারের স্বর সুমধুর,
'ধনের প্রধান অংশ,
পাইবে তাদের বংশ,
ইহা আহরিতে যারা গেল স্বর্গপুর।

নিয়ে যাও বাগদাদে সব আভরণ,
নিয়ে যাও বন্দীগণ,
বিক্রয়ে মিলিবে ধন,
সে সব আসিলে হ'বে বিভাগ তখন।'

অনুচরে দলপতি কহে সে বচন,
'যাহারা হয়েছে হত,
তাদের আত্মীয় যত,
বলো সবে এইখানে করে আগমন।

জানাও সুদীন শেখে সেলাম আমার,
ব'লো এই সমাচার,
পড়িল মস্তকে ভার,
বন্দী আর অলঙ্কার বিক্রয়ের ভার।'

আসিল সুদীন শেখ অনুচর সাথে,
নিয়ে বহু অশ্ব উট,
এখনি সে দিবে ছুট,
বন্দী আভরণ সহ সহরের পথে।

বাক্স ভরি অলঙ্কার অনুচরগণ,
রাখিল অশ্বের পরে,

বন্দীদের সঙ্গে করে,
শিবির বাহিরে তারা করিল গমন।

দাঁড়াইল দলপতি সোফীর নিকটে,
সহিছে তাহার প্রাণ,
বন্দিনীর অপমান,
পিতৃ-মাতৃ-শোক সহ পড়ি এ সঙ্কটে।

তার হাত ধরি দস্যু কহিল, 'সর্দ্দার!
খেয়ে বহুতর গুলি,
এ ফুল এনেছি তুলি,
ধর প্রভু! অধীনের দীন উপহার।'

কাঁপিয়া উঠিল সোফী শুনি সে বচন,
সুলতান ভালবাসা
যাহার মনের আশা
সে কেমনে দস্যুজনে করিবে বরণ!

দস্যুবীর-উচ্চাসন পাশে গিয়ে ধীরে,
তাঁহার চরণ তলে,
সোফীরে বসায়ে বলে
জানু পাতি, দলপতি আসিল বাহিরে

ধরিল সোফীর মন ঝড়ের আকার,
মুখে রক্ত রাগ ফুটে,
দ্রুত সে দাঁড়াল উঠে,
হাসিলেন দস্যুরাজ ভাব বুঝে তার !

সপ্তম সর্গ

বড় রাগ হয় মোর কল্পনার পরে,
এ কথাও ভাল ক'রে ভেবেছি অন্তরে :
তাহারি করুণ বলে,
অদৃশ্য গমনে চ'লে,
দেখিলাম এত সব সুন্দর সহর,
রাবেয়ার চারু আঁখি চিত্ত-তৃপ্তিকর !

দিন পাঁচ ছয় হ'ল এসেছি এখানে,
নিরখি বিপণি-শ্রেণী বিমুগ্ধ পরাণে :
এদেশের শিল্পকাজ,
দেখে মনে হয় লাজ,
অতি সূক্ষ্ম চারু কারুকার্য্য সমুদয়,
হাতেই করেছে সব কলেতেও নয় !

সুবিস্তৃত রাজপথ, সৌধ অগণন
দুই ধারে সারি সারি সাজানো কেমন !
তাজমহলের মত,
প্রাসাদ গম্বুজ কত,
বাগদাদ, বিলাসের লীলানিকেতন,
আরবের উপন্যাসে পড়েছি যেমন।

ভুলে গিয়ে বঙ্গ-বধূ-সঙ্কোচ-স্বভাব,
সকল স্থানেই মোর হয় আবির্ভাব ;
প্রমোদ-উদ্যান মাঝে,
দেখিনু মোহিনী সাজে,
আরবের পারস্যের সুরূপা সকল,
নৃত্য গীত হাস্য লীলা আবেশচঞ্চল।

এক স্থানে দেখিলাম আশ্চর্য্য ব্যাপার,
সুদৃঢ় প্রাচীর ঘেরা দোকানের সার :
রয়েছে ভিতরে তারি,
কত নর, কত নারী,
ছোট ছোট ছেলে মেয়ে বিক্রয়ের তরে,
মানুষ নিয়েও এরা কারবার করে !

এই খানে ব'সে আছে বালিকা আমার,
নিয়েছে দোকানী তার বিক্রয়ের ভার ;
রাবেয়ার রুক্ষ কেশ,
এখন হয়েছে বেশ,
কোমল পরশ পেয়ে রেশমী ফিতার,
শুভ্রবেশে ধরেছে সে সুন্দর আকার।

মুখখানি যদি কভু নত হয় তার,
অমনি দোকানী আসি করে তিরস্কার :
আকাশে তুলিয়া আঁখি,
এক ভাবে চেয়ে থাকি,
বসিবে ছবির মত আদেশ তাহার,
ক্রেতা সবে মুগ্ধ হ'বে দেখি সে বাহার !

এই ভাবে মাস যবে হ'তে যায় পার,
দোকানীর বিরক্তির শেষ নাই আর !
কেহ ফিরে নাহি চায়,
এখন সে নিরুপায়,
লোকসান হয় হোক ছাড়িবে এবার,
রাবেয়া এখন যেন মহা গুরুভার।

একদিন হাসি দেখি সে বিকৃত মুখে
অবাক হইয়া আমি চাহিনু সমুখে ;
সুন্দর পোষাক প'রে,
হীরক অঙ্গুরী করে,
আসিছেন এই ধারে ধনী একজন,
দাস-দাসী দেখিছেন করি নিরীক্ষণ।

রাবেয়ার কাছে তাঁর থামিল চরণ,
দোকানী সেলাম করে হাসিয়া তখন ;
মূল্য দিয়ে তার করে,
কহিলেন মৃদুস্বরে,
'উঠ কন্যা, করেছেন প্রভু ভগবান
আমীর পাশার বাটী তোমার আস্তান।

বাহিরে দাঁড়ায়ে ছিল বৃহৎ স্যন্দন,
আমীর তাহারে নিয়ে করি আরোহণ,
কোথা তার পিতা মাতা,
ক'জন ভগিনী ভ্রাতা,
জিজ্ঞাসেন কত কথা করিয়া যতন,
রাবেয়া নীরব, শুধু ঝরিল নয়ন !

সহরের শেষ ধারে সুন্দর ভবন,
শোভিছে উদ্যান মাঝে চিত্রের মতন ;
বাটী তাঁর বিবি-হীন,
বন্ধুসহ যায় দিন,
আমোদে ও অত্যাচারে যখন যেমন,
দাস-দাসী করে তাঁর সংসার পালন।

গৃহকর্ম্মে এ বালিকা দক্ষ অতিশয়,
আমীর তাহার পরে সতত সদয় ;
সকলেরি কথা শুনে,
নম্র স্বভাবের গুণে,
করিল সে বশীভূত অন্য যত জন,
রাবেয়া রহিল সেথা ঘরের মতন।

প'ড়ে গেল এ সময়ে পরমেশে মন,
সারাদিন করে শুধু ঈশ্বর স্মরণ ;
তাঁরি সঙ্গে ক'য়ে কথা,
গাহি তাঁর স্তোত্র গাথা,
বালিকা না জানে দিন যায় যে কখন,
সুখ দুখ তার বুঝি সমান এখন !

আমি থাকি কাছে কাছে অদেখা হইয়া,
রাবেয়ার কথা শুনি মন প্রাণ দিয়া ;
পবিত্র সুস্বর তার,
আনে শান্তি সমাচার,
সকল সময়ে তাহা শুনিয়া শুনিয়া,
কোমল হইল কত সুকঠিন হিয়া।

'ভগবান !' ভোরে বালা বলে মুখ তুলি,
'বল শুনি প্রিয় তব কোন্ কাজগুলি ?
সকলের সেবা-ব্রত,
আমার মনের মত,
তুমি যদি হও প্রভু, সহায় তাহার,
তবে ত সে কাজ হবে সুসাধ্য আমার।'

থালায় সাজান রুটী দেখি দু'পহরে
'আমাকে দিয়েছ বেশ,' বলে মৃদুস্বরে ;
'বল বল দয়াময় !
সবাই ত এ সময়,
পেয়েছে এমন খাদ্য কৃপায় তোমার ?
না হ'লে ছোঁব না আমি রহিল খাবার।

'সবাই সুখাদ্য যদি পায় ভগবান !
তবেই থাকিবে সুস্থ রাবেয়ার প্রাণ ;
সকলের হাসি মুখ,
দেখে আমি পাব সুখ,
প্রার্থনা আমার প্রভু, কবে পূর্ণ হ'বে,
এ জগতে দুঃখ তাপ কিছু নাহি র'বে !'

ভুলিল পিতার শোক ভুলিল যাতনা,
পেয়ে পরমেশ স্থানে পরম সান্ত্বনা :
শান্তিময় হ'ল প্রাণ,
ভাবি' সেই ভগবান,
রাবেয়া না ভাবে আর আপন ভাবনা,
সকলের সুখ তার সতত কামনা।

আমোদ উৎসব কত আমীরের ঘরে,
রাবেয়ার মন কভু আকৃষ্ট না করে ;
কাজ শেষ হ'লে পরে,
আসি আপনার ঘরে,
ভাবে বসে ভগবান মন করি স্থির ;
কপোল বহিয়া পড়ে ভক্তি-অশ্রু-নীর।

এক দিন ব'সে আছি রাবেয়ার ঘরে,
শুনিব তাহার কথা এই আশা ক'রে ;
বালিকা না আসে আর,
কেন এত দেরী তার,
আসিয়া রন্ধনশালে পবনের মত,
দেখিলাম আহারের আয়োজন কত !

আসিবেন আমীরের বন্ধুবর আজ,
তাই এত বেড়ে গেছে ইহাদের কাজ :
আমীর বাহিরে গিয়া,
দেখিছেন নিরখিয়া,
কত দূরে আসিছে সে চিকিৎসকরাজ,
আনন্দিত সমাগত সুহৃৎসমাজ।

হাকিম দিলেন দেখা প্রহরেক পরে,
বিশিষ্ট ধনীর মত বেশ আড়ম্বরে :
অমনি পড়িল আসি,
অভ্যর্থনা হাসি রাশি,
আমীর নিলেন তারে বহু সমাদরে,
আদেশ দিলেন ভোজ্য আনিবার তরে।

হাসি গল্প আমোদেতে চলিল আহার,
আমার অন্তরে হ'ল কৌতুক সঞ্চার ;
দ্বারের নিকটে এসে,
দাঁড়ায়ে একটি পাশে,
দেখিতে লাগিনু ত্বরা ভোজের ব্যাপার,
শুনিলাম কত তর্ক শেষ কোথা তার !

কহিছেন এক জন, 'ছিল কত কাজ,
তা' ফেলে তোমার কাছে আসিয়াছি আজ :
তুমি দক্ষ চিকিৎসায়,
আমার অন্তর চায়,
শিখিতে শরীরতত্ত্ব নিকটে তোমার,
দেখিতে নয়নে শিরা অস্থি সব আর।'

হাসিয়া হাকিম বলে, 'এখনি দেখাই,
তুমি যদি বল, আমি ছুরিটি চালাই :
হ'বে বটে কিছু ক্লেশ,
দেখিবে কেমন বেশ,
শিরা উপশিরা যত, শুয়ে পড় ভাই !
কি ভাবিছ ? মরিবে না, সে ভাবনা নাই।'

অমনি সকলে বলে, 'কথা মন্দ নয়,'
সিরাজী-উন্মত্ত সবে দেখে ভয় হয় !
'একে মোরা জোর ক'রে,
এমন রাখিব ধ'রে,
নড়িবে না, ধীরে শুধু পড়িবে নিঃশ্বাস,
মিটিবে সবারি তবে দেখিবার আশ।'

রাবেয়া আসিল সেথা কাফী হাতে করি,
তারে দেখি বলে, 'এই বাঁদীটাকে ধরি!
কাটিয়া ইহার অঙ্গ,
হ'বে আজ কত রঙ্গ,
আমোদ জমিবে ভাল নূতন প্রথায়,
বেশ বুদ্ধি সখা, তুমি এনেছ মাথায়!'

অবাক রাবেয়া, ভয়ে কাঁপিল অন্তর,
ভগবান ভাবি স্থির হইল সত্বর :
নিয়ে তারে শয্যা 'পরে,
সবাই রহিল ধ'রে,
কাটিয়া হাকিম বাম চরণ তাহার,
দেখায় সকলে শিরা অস্থি কি প্রকার।

বেদনাবিবর্ণ চেয়ে রাবেয়ার মুখে,
আমীরের গেল নেশা, কহিলেন, দুখে,
'আমাদের সখে হায়,
এর বুঝি প্রাণ যায়,
বাঁচে যদি কোনরূপে না হয় মরণ,
পঙ্গু হ'য়ে র'বে ভাই, সারাটি জীবন।'

'এখনি ওষুধ দিয়ে বেঁধে দিব আমি,
কমিবে পায়ের ব্যথা ভেব নাক তুমি' ;
হাকিম কহিল, 'আর
দেখ গুণ চিকিৎসার,
কিছুকাল দেখি যদি করিয়া যতন,
বাঁদী তব, হ'বে বন্ধু ! আগেরি মতন।'

হাকিম ঔষধ দিলে অনুচরগণ,
রেখে এল ঘরে তার তনু অচেতন ;
রাবেয়ার মুখ পানে,
চেয়ে চিন্তাকুল প্রাণে,
কহিলাম মনে মনে, 'হে ভক্তবৎসল,
তোমারে ডাকিলে পরে এই হয় ফল ?'

অষ্টম সর্গ

আমার সহর দেখা শেষ হ'ল অকস্মাৎ,
রাবেয়ার শয্যা'পরে বসে বসে দিনরাত
ভাবি এই বালিকার জীবনের ইতিহাস :
পুণ্যে সুখ, পাপে দুখ, এ কথায় কি বিশ্বাস !
পুণ্যের পবিত্র ছবি সরলা আরব-বালা,
কে কহিবে কি কারণে পাইতেছে এত জ্বালা ?
তবু তার ক্ষোভ নাই রোষ নাই কারো 'পরে,
সহিছে সে সমুদয় সহিষ্ণুতা-রূপ ধরে ;
বলিতেছে, 'ভগবান, দীনবন্ধু, দয়াময় !
যে তোমারে মনে করে তার আর কিসে ভয় ?
শিহরিয়া উঠেছিনু দেখে যে যাতনা ঘোর,
সেই যাতনারি মাঝে পেয়েছে পরাণ মোর
তোমার পরশ প্রভো ! দূরে গেছে যত ভয়,
এখন দেখিছে আঁখি নিখিল আনন্দময় ।
কে কহিছে কাণে কাণে, গেল রে এ দিন তোর,
কেহ ভাবিবে না আর দুখিনী রাবেয়া মোর !
করিবে না অপমান, বলিবে না ক্রীতদাসী,
সে পাবে সর্ব্বত্র পূজা, আমি যারে ভালবাসি !

এ কথা কেন যে শুনি! জান তুমি ভগবান,
আমি ত চাহি না পূজা, আমি ত চাহি না মান;
সকলের সেবা করি, জপ করি ওই নাম,
এইটুকু শুধু দেব, রাবেয়ার মনস্কাম।
স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি, আর সব যাই ভুলি,
মনে করি আলোচনা রাবেয়ার কথাগুলি;
অদেখা হইয়া আমি রয়েছি তাহারি পাশে,
সারাদিন সেই ঘরে সকলেই যায় আসে;
দাস-দাসী আসে সেথা খাবার লইয়া তার,
কাজেতে যাবার বেলা দেখে যায় একবার।
সাঁঝেতে ওষুধ হাতে আসেন আমীর-সখা,
আমীর তাঁহার সাথে সে সময়ে দেন দেখা;
'রাবেয়া কেমন আছ,' জিজ্ঞাসেন তাঁরা আসি,
বালিকা সেলাম করি 'বেশ আছি' বলে হাসি'।
একদিন চিকিৎসক বাঁধন খুলিয়া পা'র,
কহিলেন, 'চেয়ে দেখ, সেরে গেছে পা তোমার;
এই বার ওঠ তুমি, আর কিছু ব্যথা নাই,
প্রয়োজন হ'ল শেষ, আমিও বিদায় চাই।'
চমকি চাহিল বালা চিকিৎসক-মুখপানে,
কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আনন্দ আকুল প্রাণে

তখনি সে কাজে যায় ; কহিলেন গৃহস্বামী,
'চুপ ক'রে শুয়ে থাক অবোধ বালিকা তুমি !
দুর্ব্বল তোমার দেহ, সুস্থ হও ভাল ক'রে,
তখন করিবে কাজ, আর দিন কত পরে।'
বাহিরে গেলেন তাঁরা : রাবেয়া বিস্ময় মানি
ভাবিছে, 'শুনিনু আজি কি করুণাপূর্ণ বাণী !
কি করুণা হাকিমের প্রশান্ত গম্ভীর মুখে,
কি করুণা, কত স্নেহ, প্রভুর উদার বুকে !
করুণা-নির্ঝর এই তাঁহার সেবকগণ,
আহার ঔষধ দিয়ে করিয়াছে কি যতন ;
অপার করুণাসিন্ধু, হে আমার ভগবান !
সকলেই বিন্দু বিন্দু পেয়েছে তোমার দান।'

রাবেয়া হয়েছে সুস্থ দু'তিন মাসের পরে,
করিছে আপন কাজ কতই যতন ক'রে,
ভরিছে শরীর তার যৌবনের শোভারাশি,
অন্তর উছলি উঠে প্রীতির পবিত্র হাসি ;
কোনো দিকে দৃষ্টি নাই, নদী সম কলতানে,
বহে যায় প্রাণ তার পরমেশ-নাম-গানে।

একদিন—সেইদিন, কি সু-দিন রাবেয়ার,
সাধনা সফল হ'বে সে দিন সূচনা তার!
দেখিলেই বোঝা যায় আমীরের ভাবান্তর,
নাই আর সেই সব সুরা-ভোজ, আড়ম্বর:
আমোদ কমিল যদি কমিল সুহৃৎ জন,
কদাচিৎ কভু তারা করে সেথা আগমন।
আমীর না পা'ন সুখ একেলা আহার ক'রে,
মিটান মনের দুখ পথের অতিথি ধ'রে;
তাও ত মিলে না রোজ, তাহাদের অপেক্ষায়,
কত নিশি আমীরের অনাহারে কেটে যায়।
খাবারের থালাগুলি সাজায়ে সুন্দর ক'রে,
রাবেয়া ত রেখে এল প্রভুর প্রমোদ-ঘরে;
উজলি সজ্জিত গৃহ জ্বলিছে শতেক ঝাড়,
আসে নাই বন্ধু সব কে দেখিবে শোভা তার!
সুগন্ধি কুসুমগুচ্ছ রাখি ফুলদানী পরে,
কাজ শেষ করে বালা চলিল আপন ঘরে।
বসন্ত-পূর্ণিমা-নিশি মোহিনী মূরতি ধরে,
এসেছে সে দিন যেন দশদিক আলো ক'রে;
রজত জোছ্না ধারা ঢালিছেন সুধাকর,
দূর খেজুরের বনে মরু-প্রান্তরের পর;

চঞ্চল সে চন্দ্রকণা চঞ্চল শিশুর মত,
চঞ্চল সমীর সনে খেলা করিতেছে কত !
রাবেয়ার ঘরখানা আঁধারে দেখিয়া কালো,
বাতায়ন পথে পশি করেছে কেমন আলো !
রাবেয়া দাঁড়াল আসি সে আলোর মাঝখানে,
দেখিয়া চাঁদের হাসি আনন্দ-পূরিত প্রাণে
কহিছে সে, 'দীননাথ, যেমন হয়েছে কাজ,
অমনি তোমার কাছে ছুটিয়া এসেছি আজ ;
আমার হৃদয় জুড়ি' বস তুমি, ভগবান !
শিখাও আমারে প্রভু, গাহিতে তোমার গান,
করিতে তোমার কাজ, বলিতে তোমার বাণী,
দেখিতে নয়ন ভরি' মহান্ মূরতিখানি,
রয়েছ অদেখা হ'য়ে জগতের কোন্ পারে,
বল দেব, কোন্ পথে সেথা সবে যেতে পারে ?
কোন্ পুণ্য, কত ভক্তি, পাথেয় লাগিবে তার,
কত নয়নের অশ্রু মরমের হাহাকার !
দেখি এ চাঁদিনী নিশি কি আমার মনে হয়,
সে কথাটি একবার শুনিবে কি দয়াময় !
অমিয় জোছ্না রাশি প্লাবি' বিশ্ব চরাচর,
যেমন অনন্ত ধারে ঢালিছেন সুধাকর ;

তুমিও তেমনি ক'রে তোমার পথের আলো,
অজ্ঞান-আঁধার নাশি সবার অন্তরে ঢালো।
দূরে যাবে পাপ তাপ, দূরে যাবে দুখ ভয়,
হ'বে সন্তাপিতা ধরা অতুল আনন্দময়।
পূরাও দীনের বন্ধু, আমার মনের সাধ,
সবাই শান্তিতে থাক্ কর এই আশীর্ব্বাদ।
সুদূর বসোরা ছাড়ি বেদুইন দস্যুপুরী,
যাঁহার প্রাসাদে আজ সুখে আমি বাস করি ;
ক্ষুধায় আহার দিয়ে পুষিছেন যিনি মোরে,
ক্ষুদ্র এ পরাণখানি বাঁধিয়া ভকতি ডোরে—
শান্তিতে থাকুন সেই আমার উদার প্রভু,
জগতের যত জ্বালা যেন নাহি পারে কভু
স্পর্শিতে চরণ তাঁর ; রেখো দয়াময় হরি !
সে বিশাল মনোরাজ্য তব প্রেমে পূর্ণ করি।'

শুনিতে শুনিতে আমি হয়ে যাই আত্মহারা,
রাবেয়ার কথা করে পরাণ পাগলপারা।
সহসা কাহার ছায়া পড়িল চোখের পরে,
অদেখা হইনু আমি, কে আসিছে এই ঘরে !

অতি ধীরে কিছু পরে আমীরের দীর্ঘ দেহ,
প্রবেশিল গৃহমাঝে সঙ্গে আর নাই কেহ ;
জানু পাতি বসি বালা দু'টি হাত যোড় করি,
মুদিত নয়ন বহি অশ্রু পড়িতেছে ঝরি,
যেন এই দেববালা সুরলোক হ'তে নামি'
কি বিশ্বাস প্রাণঢালা পূজিছে জগৎস্বামী।
অবাক আমীর পাশা দেখি এ পবিত্র দৃশ্য,
রাবেয়া যাহাতে ধনী তিনি তায় কত নিঃস্ব !
কহিলেন কিছু পরে, 'রাবেয়া, শুনিব আমি,
এমন ঈশ্বর-প্রেম কি রকমে পেলে তুমি ?
কে তোরে শিখালে বালা, এ সব মধুর কথা,
শুনে যে আমারো প্রাণে আসিতেছে আকুলতা !'
রাবেয়া মেলিল ধীরে বিশাল নয়ন দু'টি,
দেখিল প্রভুর মুখে বিস্ময় রয়েছে ফুটি ;
অমনি দাঁড়াল উঠে মুখখানি নত ক'রে,
আমীর কহিলা পুন বিষাদ-গম্ভীরস্বরে ;
'নীরবে করিস কাজ, কখনো দেখিনি চেয়ে,
কখনো করিনি মনে আমার দুখিনী মেয়ে !
কিনেছি কাজের তরে কি কঠিন সেই শ্রম !
কোনো দিন হয় যদি এতটুকু ব্যতিক্রম

করিয়াছি অপমান; ওরে ক্রীতদাসী!
আমরা পশুর মত তোদের যে মনে বাসি।
আজিকে একাকী আমি—আসে নাই বন্ধুগণ,
অতিথির অন্বেষণে করি পথে বিচরণ,
না পেয়ে এসেছি ফিরে ক্ষুণ্ণ মনে, ক্লান্ত দেহে;
শুনিনু স্বরগ-বীণা বাজিছে আমারি গেহে!
এখন বুঝেছি মনে তোরাও মানুষ তবে,
এত উচ্চ ভাব নিয়ে এসেছিস এই ভবে!
নরকনিবাসে এই পবিত্র পূজার ফুল
থাকিবে না, রাখিব না ভেঙ্গেছে ভীষণ ভুল;
আজ তোরে মুক্তি দিয়ে. সাক্ষী সেই পরমেশ,
কালি আর সকলের দাসত্ব করিব শেষ।
মুক্ত বিহঙ্গের মত আকাশ প্লাবিত করি,
ঈশ্বরের নাম গান, কর বালা, প্রাণ ভরি;
ভুলে যেও একেবারে আমীরপাশার কথা,
ভুলে যেও, এইখানে পেয়েছ যেসব ব্যথা!'
'মুক্তি ত চাহি না আমি,' কহে কন্যা সকাতরে,
'এমনি কাটাব কাল ও-চরণ সেবা ক'রে;
নাই মোর পিতামাতা, ভাইবোন নাই কেহ,
এ জগতে একমাত্র আশ্রয় যে এই গেহ!

এখানে পেয়েছি শান্তি পূজি সেই ভগবান,
যাব না কোথাও আর এই মোর তীর্থস্থান !'
আমীর কহিলা ভাবি, 'নাই তার কিছু ভয়,
ভক্তিপাশে বাঁধা যার পড়েছেন দয়াময় ;
কি জ্যোতি নয়নে তোর, আননে কি পবিত্রতা !
সে স্থান স্বরগ হবে রাবেয়া থাকিবে যথা ;
এসেছিস পুণ্যময়ি, পবিত্র করিতে দেশ,
এখন চিনেছি আমি সবাই চিনিবে শেষ ;
এই স্বর্ণমুদ্রাধার ধর মোর শেষ দান,
পথে হ'বে উপকার, তুষ্ট হ'বে মোর প্রাণ।'
বালিকা বলিল ধীরে, 'আমার আশ্রয়দাতা !
তোমার সদয় বাণী হৃদয়ে থাকিবে গাঁথা ;
না জানি চলিনু কোথা, দাও প্রভু, দুটি ফল,
পথের আহার তরে সেই হবে সম্বল ;
ও-সব নিব না আমি, ক্ষমা ভিক্ষা করি পায়,
ঈশ্বরের নাম নিয়ে রাবেয়া বিদায় চায়।'
আমীর দিলেন ফল খেজুরের ঝুড়ি হ'তে,
সেই দুটি হাতে ক'রে বালিকা চলিল পথে ;
যত দূর দেখা যায় আমীর রহিলা চেয়ে,
একেলা অজানা পথে চলেছে উদাসী মেয়ে।

আনন্দে আকাশে বসি' হাসিছেন সুধাকর,
আনন্দ আশঙ্কা দুই আমার মনের পর—
রাবেয়া পেয়েছে মুক্তি স্বাধীনা সে এইবার,
বালিকা আশ্রয়হারা কি হ'বে উপায় তার !
দু'ভাবের ঝড় নিয়ে চলিতেছি তার সনে,
আমি ত রয়েছি সাথে—যদিও সে সংগোপনে।
কত দিন কেটে গেল রাবেয়া বিরামহীন,
পরমেশ নাম শুধু জপিতেছে নিশিদিন ;
জিজ্ঞাসি পথের লোকে চলেছে সে বসোরায়,
ভীষণ অরণ্য এক ওই দূরে দেখা যায় !
আসিয়া তাহার কাছে কি কথা ভাবিয়া মনে,
অনেক চেষ্টার পরে পশিল গভীর বনে ;
অদেখা হইল বালা, এখন কি করি আমি ?
না পাই দেখিতে পথ, এ বন দিবসে যামী !
হতবুদ্ধি হ'য়ে গেছি, উজলিয়া শূন্য পথ,
দেখিনু আসিছে নামি' কল্পনার স্বর্ণরথ !

নবম সর্গ

এই তুই করিলি কল্পনে ?

সেই ফেলে গিয়ে মোরে, এলি এতকাল পরে,

যেমন পশিতে যাই বনে !

রাগ হয়েছিল মোর, কিন্তু দেখা পেয়ে তোর,

সব গেছে, কিছু নাই মনে :

আয় ভাই, বোস্ হেথা, বল্ শুনি ছিলি কোথা,

ভারতীর প্রমোদকাননে ?

আয় বসি আমরা দুজনে।

ঘনায়ে আসিছে অন্ধকার,

দিবসে বনের পরে, নিশীথিনী খেলা করে,

এই বুঝি খেলাঘর তার ;

এ ধারে খেজুর গাছে, তোড়া বেঁধে ঝুলে আছে

রাঙা ফলে ফুলের বাহার !

বসোরায় বন-মাঝে, নিস্তব্ধ মধুর সাঁঝে,

শান্ত শোভা দেখি বসুধার :

তার পরে দিয়ে পাড়ি, চল্ ফিরে যাই বাড়ী,

ভ্রমিতে লাগে না ভাল আর,

সাধ মিটে গিয়াছে আমার !

দেখা কি পেয়েছ রাবেয়ার ?
তুমি যেই এলে চলে, অমনি কুটীর তলে,
আমি দেখা পেলাম তাহার ;
এমন ঈশ্বর-ভক্তি, এমন মনের শক্তি,
কেহ কভু দেখে নাই আর !
তারি সঙ্গে ঘুরে ঘুরে, এসেছি লো এত দূরে,
পায়ে হেঁটে মরু হ'য়ে পার ;
অরণ্য আঁধারে ঘিরে, রাবেয়া করিছে কি রে,
সে যে আছে ভিতরে ইহার,
ভয় কি পাবে না বালিকার ?

এইবারে চল্ তবে যাই,
দেখেছি অনেক দেশ, একটি রয়েছে শেষ,
সেটি দেখে বাড়ী যাব ভাই !
সে নয় ধরার পরে, নয়নের তৃপ্তি তরে,
হেথা সেথা ঘুরিব সদাই,
যেখানে থাকেন বাণী, আমার সে স্বর্গ মানি,
সহচরি, দেখে যেতে চাই ;
কষ্ট হ'বে—হোক চল্ যাই।

রথখানা ওঠে ঊর্দ্ধপথে,
নীচে তার বসুন্ধরা, নিবিড় আঁধারে ভরা,
ছোট দেখা যায় দূর হতে ;
চারিদিক মেঘময়, বাষ্পপূর্ণ সমুদয়,
কুয়াসা কেবলি এই পথে !
শূন্যভরা আলোধারা, কত গ্রহ, কত তারা,
আছে শুনি সুশৃঙ্খল মতে,
তুই চলেছিস ভাই, যে পথে সে সব নাই,
ভয় হ'ত এই দিকে যেতে ;
যদি আলো না জ্বলিত রথে।

এসেছি যে অনেক উপরে,
নাই আর সে আঁধার, সব স্বচ্ছ, পরিষ্কার,
নির্ম্মল আলোকরাশি ঝরে ;
এই বুঝি স্বর্গ ভাই ! ইহার তুলনা নাই,
দেবতা এখানে বাস করে ?
এখানে এসেই মোর, ফিরে কি লো হ'ল ভোর,
বিমল আনন্দে মন ভরে,
যেন রে নয়ন পরে, শত চাঁদ খেলা করে,
ডুবে যাই কিরণ-সাগরে,
এসে এই অমর নগরে।

দৃষ্টি বুঝি বেড়েছে প্রচুর ;
গ্রহ উপগ্রহ তারা, জ্বলিছে আলোক-ঝারা,
কাছে কাছে, নহে বেশী দূর !
দেবপুরে দৈব বলে, এ কি শক্তি এল চলে,
সবি যেন লাগিছে মধুর !
মনে মোর হয় আশ, এখানে করিলে বাস,
সুখে সদা থাকি ভরপূর ;
না—না, কে থাকিবে হেথা ? আমি ত চলেছি, যেথা
জ্যোতির্ম্ময়ী জননীর পুর ;
সখি, বল্ আর কত দূর ?

এই বুঝি বাণীর মন্দির ?
রথ হ'তে নেমে ধীরে, দেখ্ সখি, ঘুরে ফিরে,
আঁখি তোর করিয়া সুস্থির ;
সুন্দর সোনার গাছে, শুক পাখী বসে আছে,
মুক্তাফল দোলায় সমীর ;
দেখ্ সে গাছের তলে, পড়িতেছে দলে দলে,
দেবপুত্র ছাত্র বটানীর ?
তপস্বীর মত যাঁরা, প্রফেসার বুঝি তাঁরা,
স্ফূর্ত্তিহীন বিরাট গম্ভীর,
বরপুত্র মাতা ভারতীর ?

এই দিকে চল্ সখি:চল্ !
সুধাপূর্ণ সরোবরে, রাজহংস খেলা করে,
ফুটে আছে শ্বেত শতদল ;
ফুটে আছে কোকনদ, 'আলো করি নীল হ্রদ,
স্থির করি নয়ন চঞ্চল
চঞ্চলে ! দেখ্ লো চেয়ে, আসে কারা তরী বেয়ে,
বুঝি সব প্রেমিকের দল !
দিয়ে মণি মুক্তা হেম, কেমন সুন্দর প্রেম,
তরী পরে লেখা সমুজ্জ্বল ;
যত দেখি বাড়ে কুতূহল !

আজ মোর সফল জীবন,
তোর সঙ্গে ক'রে ভাব, হ'ল ভাই, কত লাভ,
দেখিলাম বাণী-নিকেতন ;
তুলিয়া বিশাল আঁখি, ভাল ক'রে দেখ্ দেখি,
কত তাঁর পুত্র-কন্যাগণ !
সাজানো কত যে বই, কিসে দূর হ'বে সই,
এ সব পাঠের প্রলোভন ?
রাশি রাশি বই দেখি, মন বলে আমি থাকি,
আর মোর চলে না চরণ,
অন্য দিকে করিতে গমন।

মার মুখ দেখিব লো পরে,
তুলি স্বরগের ফুল, গন্ধে যার নাই তুল,
কল্পনে, সাহায্য কর্ মোরে ;
তুই পূর্ণ কর ডালা, আমি ব'সে গাঁথি মালা,
কণ্ঠ তাঁর যেন আলো করে ;
আনি সেই কোকনদ, ঢেকে দিতে রাঙা পদ,
সে শোভা দেখিস আঁখি ভ'রে।
পুরোহিত বৃহস্পতি, ডেকে আন্ চারুমতি,
মার পূজা অমর নগরে,
তাঁর মত কেহ নাহি করে।

কত বর্ষ গেল ভাই চলে !
তুলিতে পূজার ফুল, হ'য়ে গেল কত ভুল,
মালা গাঁথা শ্বেত-শতদলে
আর ত হ'ল না হায়, আর সবে ওই যায়,
সাজিটী সাজায়ে ফুলফলে ;
এসে মার এত কাছে, রহিনু সবার পাছে,
ব্যথায় ভরিছে আঁখি জলে ;
ক'রে কত প্রাণপণ অসম্পূর্ণ আয়োজন,
শুধু হাতে যাব লো কি ব'লে !
চল্ ফিরে যাই ধরাতলে।

তোকে ধ'রে রাখিব না আর ;
সেথা গিয়ে নিশি দিন, এই ধ্যানে র'ব লীন,
মার পূজা সাধনা আমার।
এ জন্মে কি জন্মান্তরে, আয়োজন শেষ ক'রে
এই খানে আসিব আবার :
চল্ আর এক বার, বনে সেই বসোরার,
দেখে আসি মুখ রাবেয়ার :
ঈশ-প্রেম-পাগলিনী, কি করিছে একাকিনী
বনবাস পরিণাম তার ?
চল্ যাই কল্পনে আমার !

প্রণিপাত চরণে তোমার,
এসে মা, মন্দির-তলে কন্যা তোর যায় চ'লে,
ব্যথা ব'য়ে এই ব্যর্থতার !
পারিজাত পুষ্পগুলি, এত উচ্চে আছে ঝুলি,
পাড়া যে মা, অসাধ্য আমার ;
সুধা ফল ওই কত, শতদল শত শত,
দেখি শুধু, সবি তোলা ভার ;
গাছে এত ফুল-ফল, রিক্ত মোর করতল,
সিক্ত আঁখি চলিনু এবার ;
দেখা তোর পাব কি মা আর !

দশম সর্গ

পাপ-পুণ্য কর্ম্মফল মানিস্ কল্পনে !
সুখ-দুখ ফল দু'টি ভাসে কর্ম্মস্রোতে
আলো-আঁধারের মত ; পুণ্যশীল নর
অতিক্রমি মহা বাধা সহি শত ক্লেশ,
করে আপনার কাজ ঈশ্বর-প্রেরিত ;
তার ফল পায় সখি, মরণের পরে—
জ্যোতি-বিজড়িত এই বৈজয়ন্তী পুরী,
(দর্শনে আনন্দ যার চিন্তায় আরাম)
এই স্থানে থাকে সবে দেব-তনু ধরি !
সৃজিলেন স্বর্গ হরি তাদের কারণ,
বিশ্বকর্ম্মা শিল্পীরাজে করি নিয়োজন ।
নাই হেথা রোগ-শোক, কিছুরি যাতনা,
ধনী নির্ধনের ভেদ অপূর্ণ কামনা,
এখানে আনন্দে ভরা সকলেরি মন,
কি সুখে রয়েছে সখি, এই সুরগণ !
পায় যদি ক্ষুধা-তৃষা আছে সুধা ফল,
সুমিষ্ট আকাশ-গঙ্গা মন্দাকিনী জল,
এক বিন্দু পানে তার তৃপ্তি সুমধুর !

উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যময় সমস্ত ভবন,
বিচিত্র উদ্যানশোভা, কল্পতরু বন
প্রচুর সকল স্থানে ; তারি তলে আসি,
যা' চাহিবে তাই শুনি পাবে রাশি রাশি !
আশ্চর্য্য হইনু সখি, দেখিনু যখন,
ধরাতলে মণি-মুক্তা দুর্লভ এমন,
বিস্তৃত অমর-পুরী সে সবে গঠিত !
এক স্থানে নাই অর্থ অনর্থের মূল,
নাই রাজকর, নাই উচ্চ-নীচ ভুল,
সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, স্বর্গের ভূষণ !
সার্থক ভ্রমণ মোর, প্রিয় সহচরি !
তোর সনে এই স্থানে আগমন করি
দেখিনু অতুল স্বর্গ ; নন্দন কানন,
শোভায় সবার শ্রেষ্ঠ ; দেব-দেবীগণ
দেখিনু কত যে সই ! সুচারু আকৃতি,
তেজোময় কলেবর, সুন্দর প্রকৃতি
শান্ত ভাব সকলের ; মুগ্ধ হয় মন
শুনিলে সুমিষ্ট স্বর ; ভাবি নি কখন
এক স্থানে নিরখিব এত সাধুজন !
এখানে এসেও সেই শান্তিহীন মন,

অপূর্ণ বাসনা মোর বিফল সাধন—
চ'লে যাই ফিরে তাই, অদৃষ্ট যেমন !

ধীরে ধীরে রথ তোর যেতেছে নামিয়া
কল্পনে, ধরার পানে ; সৌন্দর্য্যমণ্ডিতা,
উজ্জ্বলা অমরাবতী ওই দেখ্ দূরে !
স্থির-সৌদামিনী-প্রভা দেখ রে নয়ন,
অৰ্দ্ধেক আকাশ যুড়ি শোভিছে কেমন !
এঁকে রাখ্ এই ছবি চিত্তপটে তোর,
থাকিবি সেখানে গিয়ে এই ভাবে ভোর !
বসন্তরাণীর দেশ ঢাকিল আঁধারে—
আবার, আবার সখি, সেই অন্ধকারে
যার কথা একেবারে গিয়েছিনু ভুলে,
আঁধার দেখি নি আর দেবতার পুরে।
আবার, আবার আমি যেতেছি ফিরিয়া
অৰ্দ্ধ-আলো অৰ্দ্ধ-কালো, সুখ-দুঃখময়ী
শ্যামাঙ্গী মাতার ক্রোড়ে ; ধন্যবাদ তোরে
দিব আমি শত বার শোন লো রূপসি !
স্মরি এই স্বর্গ-মর্ত্ত্য-ভ্রমণ কাহিনী,
স্মরি তোর রথখানি মনোরথ-গতি,
স্মরি তোর সাহচর্য্য ; অদৃশ্য শরীরে,

অক্লান্ত ভ্রমণ মোর তোরি কৃপা বলে !
ঘন কুজ্ঝটিকা ভেদি সুনীল অম্বরে
শোভিতেছে হিমাদ্রির উচ্চ শৃঙ্গচূড়া,
কৈলাস, কাঞ্চনজঙ্ঘা তুষার-আবৃত ;
কি বিরাট হিমগিরি দেখ্ সুলোচনে !
দেখি নাই স্বর্গতলে বিশাল পর্ব্বত,
অনন্ত জলধি স্রোত ; ধরার মতন
বনানীর শ্যাম শোভা ; শস্য প্রদায়িনী
ধরিত্রীর মাতৃ-মূর্ত্তি দেখি আঁখি ভরি—
কত পরিচিত, কত মমতা জড়িত !
নেমে এল রথ তোর, ভ্রমণের শেষ
হোক তবে, যাই সখি, আপনার দেশ !
সেথা গিয়ে চুপি চুপি অদৃশ্য হইয়া
দেখিব তাদের মুখ, যাদের ছাড়িয়া
কখনো থাকি নি আর ; ব্যগ্র মোর মন
কেমন রয়েছে সব করিতে দর্শন,
কেমনে করিছে তারা সংসার পালন !
কতদিন হ'ল সই, দিয়ে সব ভার
বালিকা বধূর স্কন্ধে, এসেছি চলিয়া
বেড়াতে মনের সাধে পুষ্পক চাপিয়া !

অবাক ! মুখের কথা না হতেই শেষ,
কেমনে আসিলি সই, এত দূর দেশ ?
এই যে আলয় মোর, পল্লীর ভিতর
যদিও সজনি, ইহা অতি ক্ষুদ্রতর ;
আমীর পাশার কিম্বা বণিকের বাটী,
দস্যুপতি শিবির সে কত পরিপাটী !
দেখেছি ত আরো কত সুরম্য ভবন,
তবু সখি, এই খানে পড়ে থাকে মন !
কেন শুনি হর্ষধ্বনি বাহিরের ঘরে ?
ডুবেছে বাদল বুঝি আমোদসাগরে—
যা ভেবেছি তাই ! চেয়ে দেখ্ সহচরি !
গিয়েছে ছেলের দলে গৃহখানি ভরি,
লেখা-পড়া ছেড়ে মোর অবোধ বালক,
শিখিতেছে এস্‌রাজ সেতার বাদন !
ইচ্ছা হয় এই ক্ষণে দিয়া দরশন,
বাদলেরে ভাল ক'রে করিতে তাড়ন ;
পলা'বে দেখিলে মোরে আর যত জন,
পলায় প্রহরী হেরি তস্কর যেমন।
থাক্ কিছু দিন আর, বাড়ীর ভিতরে
কন্যা, বধূ, সহচরি, সব কাজ করে ;

ভৃত্যটি বাহিরে দেখ্ রয়েছে বসিয়া,
দাসীর দেখাই নাই! ভবন আমার
শ্রীহীন, মলিন আহা! দেখিব না আর
চল্ যাই বসোরায় রাবেয়ার কাছে,
নবীনা তাপসী সখী, কি রকম আছে!
সুমিষ্ট আরব-ভাষা, সুধাকণ্ঠি বালা,
ঈশ্বরের উপাসনা করে লো যখন,
ভুলে সংসারের কথা শান্তি পায় মন।
চল্ সখি, দেখে আসি কি যে হলো তার,
তার পরে এসে ঠিক করিব সংসার।

একাদশ সর্গ

সংসারের কত জ্বালা, দেখিলি সজনি ?
বেড়াতে যেমন আমি এসেছি লো চ'লে,
নিয়ম-শৃঙ্খলা সব গিয়াছে অমনি,
এ ভাবে থাকিলে পরে যাবে রসাতলে।

সারা দিন ছিল মোর পাহারার কাজ,
সতত সতর্ক দৃষ্টি সবার উপরে ;
তোর সাথে শূন্য-পথে রয়েছি ত আজ,
তবু সই, সেখানেই মন আছে পড়ে !

সাজানো সোণালী মেঘ স্তরে স্তরে স্তরে,
দেখ্ সখি, তারি মাঝে ব'সে আছি আমি !
আঁকা দেখি ইন্দ্রধনু সুনীল অম্বরে,
চঞ্চল অঞ্চল চায় হ'তে উর্দ্ধগামী।

কত শস্য-ক্ষেত্র, কত বিশাল প্রান্তর,
গেল সব দূরে সরে দেখিতে দেখিতে ;
এসেছি আবার বুঝি মরুভূর পর,
বালির বিরাট স্তূপ হেরিনু চকিতে।

দেখ্ চেয়ে এই বুঝি বসোরা নগর,
যদিও সুরম্য হর্ম্ম্য নাই শত শত ;
অসংখ্য গোলাপকুঞ্জ ইহার ভিতর,
করেছে সহরখানি মনোরম কত !

দেখে এ ফুলের শোভা মনে পড়ে মোর,
'বস্‌রাই গুল্' সোফী কতকাল পরে !
পায়ে বাঁধি' দস্যুপতি-প্রণয়ের ডোর,
কেমন সে আছে বল্ বেদুইন-ঘরে ?

রাবেয়াকে দেখা হ'লে, ফিরিবার কালে,
কল্পনে ! নামিও দস্যু-শিবির ভিতরে ;
নিরখি আবদ্ধ সিংহ সোফী-রূপ-জালে,
সব দেখা শেষ ক'রে পশিব লো ঘরে ।

দেখেছিস্ কত তুই সুন্দর ভবন,
এদিকে কুটীরগুলি দেখ্ সহচরি !
গোলাপকুঞ্জের মাঝে শোভিছে কেমন,
মুনিদের তপোবন যায় মনে পড়ি !

এইখানে আছে বুঝি রাবেয়া আমার !
চল্, তাকে দেখে আগে শ্রম করি দূর,
তার পরে শুনি ব'সে প্রার্থনা তাহার,
অমিয় ঢালিবে কানে এত সে মধুর !

অদেখা হইয়া সখি, চল্ গৃহমাঝে,
দেখে শুনে সংগোপনে আসিব চলিয়া ;
তারে দেখা দিব মোরা বল্ কোন্ কাজে,
হয় ত সে মোর কথা গিয়াছে ভুলিয়া।

কোথায় রাবেয়া সেই সরলা বালিকা ?
তপস্বিনী বেশে এ যে নারী একজন ;
অন্ন বস্ত্র-উপদেশে দীনের পালিকা,
পালিতেছে, তুষিতেছে দেখ্ কতজন !

থাকিব এখানে আমি দেখিব এ দেবী,
যেও না কল্পনে ! পুন ছাড়িয়া আমায় ;
আহার ও উপদেশে আর্ত্তজনে সেবি,
দেখ্ দীপ্ত মুখখানা পুণ্যের প্রভায়।

বসিলাম কাছে তাঁর, দিয়ে মনোযোগ
দেখিব শুনিব সব এই অভিলাষে ;
কত যাতনার কথা, কত কর্ম্মভোগ,
বলিছে সকলে তাঁরে নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে।

ভরিছে অঙ্গন শিশু অনাথার দলে,
কেহ চায় উপদেশ, কেহ বা আহার ;
কল্পনে লো ! কল্পতরু এ কুটীর-তলে,
পূর্ণ করিছেন হাসি প্রার্থনা সবার।

শান্তির আবেশ ভরা দেখি সে আনন,
শুনি সে অমিয় সম কথাগুলি তাঁর ;
মনে হয় এ জগতে আছে হেন জন,
সুদুর্ল্লভ শান্তি-ধন আয়ত্তে যাঁহার।

আসিয়াছে অভাগারা ইঁহার নিকটে,
জানায়ে প্রাণের জ্বালা জুড়াতে হৃদয় ;
ব্যথায় বিকল চিত্ত সংসার-সঙ্কটে,
ভাবিছে ব্যাকুল হয়ে কিসে স্নিগ্ধ হয় !

কহিছে কামিনী এক, 'সংসার-বন্ধন
একেবারে সব ছিঁড়ে গেল মা আমার !
শোকের অনলে প্রাণ পুড়িছে ভীষণ,
পিতা-মাতা পতি-পুত্র কেহ নাই আর।

'না পারি বোঝাতে মন, না পারি ভুলিতে,
আকুল পরাণ মোর পাগলের প্রায়
চাহিতেছে চির শান্তি মরণে লভিতে,
আত্মঘাতী হ'লে বুঝি এ জ্বালা জুড়ায়।

'অনেকের মুখে এই শুনিনু বচন,
শোকে শান্তি পায় সবে তোর কাছে এসে ;
যে অনলে অন্তঃস্থল পুড়িছে এমন,
সে কি নিবে যায় মাগো, তুচ্ছ উপদেশে ?

'আবদা আমার নাম, বীরের ঘরণী,
স্বামী মোর সেনাপতি দেশের রাজার,
সে কারণে সম্মানিতা ছিলাম, জননি !
ছিল পুত্র, পিতা মাতা সুখের সংসার।

'সহসা ঢাকিল মেঘে অদৃষ্ট-আকাশ,
সামান্য অসুখে মাতা মুদিলা নয়ন ;
চেয়ে পতি-মুখ-পানে ফেলিনু নিঃশ্বাস,
কার শোক থাকে, মা'গো, দেখি সে বদন !'

'পারস্যে শাহের সনে যুদ্ধ উপস্থিত,
গেলেন সমরক্ষেত্রে বুঝায়ে আমায় ;
পড়িনু পিতার ক্রোড়ে হইয়া মূর্চ্ছিত,
শুনি দূতমুখে তাঁর অন্তিম বিদায় !

'আবার উঠিনু মুছি নয়নের জল,
করিতে পিতার সেবা, সন্তানপালন ;
ভাঙ্গা বুকে হায় দেবি, ফিরে বাঁধি বল,
কাজ নিয়ে কোনরূপে কাটাতে জীবন।

'স্বরগে গেলেন পিতা কিছু কাল পরে,
সন্তানের মুখ চেয়ে সহিনু নীরবে ;
শুকায়ে সে পুষ্পটুকু পড়েছে মা ঝ'রে,
এত শোক দুঃখ বল, কে সয়েছে কবে !'

করুণ কোমল কণ্ঠ হইল নীরব ;
কহিলেন তপস্বিনী চেয়ে তার পানে,
'এই শোক দুঃখ হৃদে করি অনুভব,
পরের বেদনা মাগো, বুঝি মোরা প্রাণে।

'ভাবে এ জীবন সবে সুখভোগ তরে,
কি বিষম এই ভুল মনের বিকার ;
লভিবে পরম শান্তি মরণের পরে,
ধন জন সব নিয়ে করিয়া সংসার !

'বিস্তীর্ণ জগৎ মাগো, পূর্ণ প্রাণীগণে,
কেহ যায়, আসে কেহ গতি অনিবার ;
থাকে যারা তাহাদের কল্যাণ কারণে,
আপনারে নিয়োজিতা কর মা আমার !

'এসেছ আমার পাশে সান্ত্বনার আশে,
থাক মা, মেয়ের মত এ দীন কুটীরে ;
শান্ত হবে প্রাণ তব জ্ঞানের বিকাশে,
তার পরে নিজ ঘরে যেও তুমি ফিরে।'

চাহিয়া সঙ্গিনী পানে কহিল সে নারী,
'যাও তুমি, সাবধানে রক্ষিও ভবন ;
থাকিব এখানে আমি দিন দুই-চারি,
দেখি যদি মার কাছে সুস্থ হয় মন।'

পশিলা সুবেশধারী ভদ্র এক আর,
কহিলেন নত শিরে বিনম্র বচন ;
'অনেক অপূর্ব্ব কথা শুনিয়া মাতার,
এসেছেন সুলতান বন্দিতে চরণ।'

চমকি উঠিনু শুনি, তুরস্কের স্বামী,
এসেছেন এইখানে দেখিতে ইহায় !
কল্পনে, মাহেন্দ্র ক্ষণে এসেছি লো আমি,
তা'না হ'লে সুলতান কে দেখিতে পায় !

রতনমুকুট শিরে রাজ-পরিচ্ছদে,
পশিলেন রাজ-রাজ কুটীর ভিতরে ;
মুকুট রাখিয়া সেই তাপসীর পদে,
বসিলেন এক পাশে শির নত ক'রে।

পড়িল সবার দৃষ্টি সে মুখের পরে,
মুকুট করিল কত আঁখি আকর্ষণ,
প্রণিপাত রাজপদে করি ভক্তিভরে,
কুটীর বাহিরে সবে করিল গমন।

আব্‌দা রহিল বসি তাপসীর পাশে ;
তেজোময় রাজরূপ দরশন করি,
শ্রদ্ধায় নয়ন মোর নত হ'য়ে আসে,
'নর মধ্যে রাজা আমি' বলেছেন হরি।

শুনিনু মধুর বাণী, 'বহুদূর হ'তে
দেখিতে তোমারে আমি এসেছি জননি !
শীতল হয়েছে মরু তব স্নেহস্রোতে,
শত-মুখে মাগো, কত শুনেছি কাহিনী।

'তৃপ্ত আঁখি আজি মোর তৃপ্ত হ'ল মন,
হেরি এ তাপসী মূর্ত্তি মহাকরুণার !
কেমনে মা, শান্তিময় করেছ জীবন,
এত সব অশান্তির করি প্রতীকার ?

'রাজধানী মাঝে করি রাজসুখে বাস,
কিন্তু মা, শান্তির সেথা পাই নি সন্ধান ;
কত ষড়যন্ত্র-কথা, কত সর্ব্বনাশ,
শুনি রাজসভা মাঝে জ্বলে যায় প্রাণ।

'প্রজা মোর উপকৃত অশেষ প্রকারে,
তুমি, দয়াময়ী মাতা, অসময়ে গতি ;
প্রাসাদ প্রস্তুত করি মর্ম্মর প্রস্তরে,
চাহে তারা করিতে সে মায়ের বসতি !'

কহিলেন তপস্বিনী, 'কেমনে রাজন্ !
প্রাসাদে করিবে বাস দীনের জননী ;
আমার সন্তান সব বড় অভাজন,
তাদের মলিন মুখ দেখেছ আপনি।

'এই ভিক্ষা করি আমি পরমেশ-পদে,
জগতের যাতনার কর প্রভু শেষ ;
ধনী হবে কবে সবে জ্ঞানের সম্পদে,
থাকিবে না কারো কিছু অভাবের ক্লেশ

'কাটিছে আমার দিন এই কামনায়,
এই চেষ্টা, এই কর্ম্ম করি প্রাণপণে ;
নিবে যাবে দুঃখবহ্নি ঈশ্বরকৃপায়,
সাধনা আনিবে সিদ্ধি আশা ধরি মনে।

'যতদিন শান্তিলাভ না করে জগৎ,
চাহি না সে সুধাফল শুধু মোর তরে ;
যদি সে সুদিন কভু আনে ভবিষ্যৎ,
আনন্দ পশিবে তবে উদাস অন্তরে।

'মা ব'লে আমার কাছে এসেছ ধীমান্ !
করিতে তোমার সেবা চাহিছে হৃদয় ;
বল, কি করিলে তব তুষ্ট হবে প্রাণ,
কি দিয়ে তুষিব আমি সম্রাট-তনয় ?'

হাসিলেন সুলতান, 'এতক্ষণ পরে,
পুত্র প্রতি দয়াবতী হয়েছ মা তুমি ?
যে স্নেহ-নির্ঝর তব মরু সিক্ত করে,
তার একবিন্দু পেলে ধন্য হই আমি।

‘করিতেছ অবিরত সকলের হিত,
আপনার সুখ-সাধ ভাব না কখন ;
আমার অন্তর কিন্তু তার বিপরীত,
চাহে তব প্রিয় কিছু করিতে সাধন।’

আগ্রহ-আকুল আঁখি দেখিয়া রাজার,
হাসিলেন তপস্বিনী কি শান্ত মধুর !
দেখিলাম অনিমেষে হাসিটি তাঁহার,
বিশ্ববিজয়িনী শক্তি ধরে সে প্রচুর।

কহিলেন কিছু পরে, ‘বালিকা-বয়সে,
দস্যুদের অত্যাচার দেখেছি রাজন্ !
মরুপ্রান্ত-পল্লীবাসী পালকের দোষে,
বেদুইন-দস্যু-হস্তে সহে নির্য্যাতন।

‘শাসন-শৃঙ্খলাহীন আরব প্রদেশ,
খালেফ অক্ষম ইহা করিতে রক্ষণ ;
প্রজা তাঁর কতরূপে পায় কত ক্লেশ,
বিরত তথাপি তিনি বিহিত কারণ।

'বর্ষে বর্ষে কত লোক দস্যুহস্তে মরে,
তাদের সন্তান সবে ক্রীতদাস হয় ;
পল্লীবাসী থাকে সদা প্রাণ হাতে ক'রে,
দূর কর পুত্র, এই পাপ দস্যুভয়।'

রাখিলেন তাজ দেবী উপযুক্ত শিরে,
সুমিষ্ট পানীয় ফল রাখিয়া ভূতলে,
সহচরসহ তাঁরে কহিলেন ধীরে,
'পুত্রগণ, তৃষা দূর কর ফল-জলে।'

করিলেন অতিথিরা আনন্দিত মনে,
আঙ্গুর আপেল সহ সরবৎ পান ;
কহিলেন সুলতান, 'অমৃতভোজনে
যত তৃপ্তি, তাই আজি পেল' মোর প্রাণ।

'খেয়েছি জীবনে কত সুরসাল ফল,
এমন মধুর স্বাদ পাইনি কখন !
এনেছে ঈশ্বরকৃপা ভক্তি অবিচল,
তাই মাগো, শান্তি হেথা পায় সব জন।

'বেদুইন দস্যুদল বড়ই দুর্ব্বার,
দেখিব সকল শক্তি করি নিয়োজিত ;
আছে মা, তাদের এক সাহসী সর্দ্দার ;
সে থাকিতে দুষ্ট সব না হবে দমিত।

'আবার আসিব আমি অর্দ্ধবর্ষ পরে,
হে জননি, এই কার্য্য করি সম্পাদন,
শান্তি পাবে জনপদ সন্ত্রস্ত অন্তরে,
মরুপথ নিরাপদ শুনিবে যখন।'

নত করি আঁখিদুটি তাপসীর পায়,
চলিলেন সুলতান সুধীর গমনে ;
সেই সঙ্গে সূর্য্যদেব নিলেন বিদায়,
ফেলি সুমলিন ছায়া সবার আননে।

দ্বাদশ সর্গ

কল্পনে, শুনিলি কথা সব ?
ধর্ম্মের মহিমা, জ্ঞানের গরিমা,
দেখি তাপসীরে কর অনুভব

আকাশের মত অসীম উদার
বাতাসের মত বিশ্বের প্রাণ ;
অন্তর তাঁহার স্নেহের আধার,
দয়াময়ী দেবী দীনের ত্রাণ।

কত পুণ্য সখি, করিনু সঞ্চয়,
কত শান্তি পেল সন্তপ্ত প্রাণ,
দেখিনু জগৎ কত জ্যোতির্ম্ময় !
পেয়ে এই সত্য-পথের সন্ধান।

এই জ্যোতি আমি নেব চোখে ভরি,
উজল করিয়া সজল আঁখি ;
এই কাজ নেব দুই হাতে করি
এই ছবি নেব হৃদয়ে আঁকি।

যদি কভু এই অদৃষ্টে আমার,
বিপদের মেঘ ঘনায়ে আসে,
পশিতে সেখানে দিব না তা আর,
এ পুণ্যপ্রতিমা যেখানে হাসে।

দাঁড়াব না আমি কখনো সঙ্গিনি,
দুঃখভারে শির করিয়া নত ;
কত বোঝা বহি ধায় স্রোতস্বিনী,
আমিও ছুটিব তাহারি মত।

আজি এ পরাণে জাগে শক্তি কত,
মনে ডেকে যায় সুখের বান ;
বহু-দূর-শ্রুত, সঙ্গীতের মত,
ভেসে আসে কাণে কিসের তান !

আর কিছু কাল, আর কিছু কাল,
থাক্ সহচরি, আমার সাথে,
ভাল ক'রে মনে ভরে নি এ আলো,
তার পরে তুই উঠিস্ রথে।

দখ্ ওই খানে আবুদা রূপসী,
পড়ে আছে—যেন আছে লো মরে,
চেয়ে তার পানে নীরবে তাপসা,
দেখিছেন কত ভাবনা ভরে।

কোন্ দুখে আহা, কিসের জ্বালায়,
মলিনা এমন কনক-লতা,
বাঁধা হৃদি-বীণা কোন্ মূর্চ্ছনায়,
কার স্মৃতি আসি দিতেছে ব্যথা ?

ভাবিছে কি কারো কচি মুখখানি,
পড়িছে কি মনে প্রিয়ের মুখ,
স্মরি সে বিগত প্রণয়-কাহিনী,
উথলি উঠিছে অপার দুখ ?

এই দুঃখ ভাই, যে পারে ঘোচাতে,
ফোটাতে হাসি এ মলিন মুখে,
নয়নের জল যতনে মোছাতে,
ঈশ্বরের দয়া ধরে সে বুকে।

চেয়ে চেয়ে সই, ইহাদের পানে,
 নয়ন আমার ফিরে না আর,
এসেছে আব্দা শান্তি অন্বেষণে,
 দেখে যাই শেষ কি হয় তার।

থাকিব এখানে যত দিন সাধ,
 তুমি তায় বাধা দিবে না বল ?
দূর হ'বে যবে মনের বিষাদ,
 বলিব তখনি, সখিরে, চল !

শান্তির সম শান্ত প্রতিমা,
 আব্দার অঙ্গে বুলায়ে হাত,
কহিলা, 'গাহিবে ঈশ্বর-মহিমা,
 উঠে এস মাগো, পোহায় রাত।

'মোর স্বরে স্বর করিয়া মিলিত,
 ডাক মা তাঁহারে হৃদয়পুরে,
তবে জ্ঞান-আঁখি হ'বে উন্মিলিত,
 তবে এ যাতনা যাবে গো দূরে'।

ধীরে ধীরে ধীরে উঠিল সুন্দরী,
বসিল মায়ের আসন পাশে,
ভগ্ন বীণ্ সম সুস্বর-লহরী,
ধীরে ধীরে ধীরে আকাশে ভাসে।

উঠিল শুনিয়া সেলিনা জোহেরা,
কুটীরবাসিনী তাপসী আর,
ছুটিল মধুর সুরের ফোয়ারা,
ভক্তি-পুষ্প বহি উদ্দেশে তাঁর।

সেদিন প্রভাতে উঠিয়া তপন,
আব্দার চোখে না দেখি জল,
স্নেহ-সুধা-ধারা করেন বর্ষণ,
সজীব করিতে স্বর্ণকমল।

যথা পুরাকালে মুনি-ঋষিগণ,
পড়িতেন বেদ প্রত্যুষে উঠি,
পশি তপোবনে প্রভাত-কিরণ,
সারা অঙ্গে সুখে পড়িত লুটি।

স্নাত হয়ে সেই সোণালি কিরণে,
দেবতার মত দেখাত সবে ;
দেখি সেই রূপ অতৃপ্ত নয়নে,
ভাবিতেছি আমি অতুল ভবে !

আমিও শিখিব শান্তি আরাধনা,
আমারো অন্তরে আসিবে জ্ঞান ;
ভুলে গিয়ে সব ভবের যাতনা,
এক মনে তাঁরে করিতে ধ্যান।

ফিরে গেল দাসী শিবিকার সনে,
আব্দা আবাসে যাবে না আর ;
পেয়েছে সে প্রীতি পুণ্য তপোবনে,
বড় ভাল লাগে এ স্থান তার।

তাহারি মত যে আমারো পরাণ
ভুলিছে ভীষণ শোকের জ্বালা ;
মরুভূমি হ'বে শোভন উদ্যান,
ফলে ফুলে ফিরে করিতে আলা।

ঈশ্বরের নাম শুনি সারা দিন,
একাগ্রতা আসে হৃদয় ছেয়ে ;
সেই ভাবে মন হয়ে যায় লীন,
সেই দিকে থাকি সতত চেয়ে।

সেই ধ্যান করি চারি-পাঁচ মাস,
আব্দার মন হয়েছে ভালো ;
অন্তরে হয়েছে জ্ঞানের প্রকাশ,
ফুটেছে আননে তাহারি আলো।

বসেছেন মাতা প্রদোষ সময়,
বসেছে অনেকে তাঁহারে ঘেরি ;
অন্তরে উদিল অতুল বিস্ময়,
কুটীর প্রাঙ্গণে সোফীরে হেরি !

অপরূপ রূপ অপরূপ বেশ,
অপরূপ সেই মুখের হাসি ;
এলায়িত করি তরঙ্গিত কেশ,
পরীদের রাণী দাঁড়াল আসি।

সকলের মুখ করি নিরীক্ষণ,
তাপসীর পানে ফিরিল বালা,
'রাবেয়া, রাবেয়া! আছিস্ কেমন?
নিরজনে নিয়ে জপের মালা!

আসিনু এখানে কত চেষ্টা ক'রে,
কত ক্লেশে দেখা পেলাম তোর;
বন্দিনীর দশা বেদুইন-ঘরে,
সেই সব দিন গিয়াছে মোর।

শিবিকার মাঝে পেটিকা আমার,
বিছানাটি আছে তাহার পরে,
বাহকেরা পাবে বিদায় এবার,
গুছায়ে সকল আন লো ঘরে।'

এই সে রাবেয়া, আমার বালিকা!
চাহিয়া রহিনু মুখের পানে;
এক পাশে রাখি যতনে পেটিকা,
বিছানাটি সে যে বহিয়া আনে।

শুকায়ে গিয়াছে সোফীর বদন,
ক্ষুধিতা তাপসী দেখিয়া তারে ;
হাত-মুখ ধুয়ে করাতে ভোজন,
নিয়ে চলে অন্য কুটীরদ্বারে।

সুলতান যার পায়ে রাখে তাজ,
মায়ের মতন করিয়া মনে ;
কেমনে সে করে কুলিনীর কাজ,
কেমনে সে সেবে সকল জনে !

ত্রয়োদশ সর্গ

সেদিন যখন রবি সাজিয়া মোহন সাজে
চলেছেন অস্তাচলে ; গোলাপকুঞ্জের মাঝে
আসিয়া দেখিলা সন্ধ্যা অপূর্ব্ব রূপসী নারী,
তুলি অনিমেষ আঁখি দেখিছে সুষমা তারি :
মুগ্ধ আঁখি সন্ধ্যা দেবী দেখি সে মুখের প্রভা,
ঈর্ষায় আকুলা নিশা ঢাকিল সকল শোভা।
কুটীরে জ্বলিল আলো আকাশে জ্বলিল তারা,
তথাপি রহিল সোফী দাঁড়ায়ে তেমনি ধারা।
আলো হাতে কিছু পরে তাপসীর আগমন,
কহিল সে, 'এই বারে হ'ল সব আয়োজন ;
খাবে এস সোফী তুমি, আব্‌দা রেঁধেছে আজ,
চমৎকার রান্না তার আমাদের দেয় লাজ !
আসিবেন সুলতান আর কিছুদিন পরে,
আব্‌দার হ'বে সুখ তাঁহার খাবার ক'রে।'
'আসিবেন সুলতান', সোফী উচ্চারিল ধীরে,
'আসিবেন সুলতান, রাবেয়া, বলিস্ কি রে !'
দেখে তার মুখভাব তাপসী কহিল হাসি,
'খেতে ব'সে শুনো সব আছে কথা কত রাশি !

এস সোফী, এস দিদি, হয়ে গেছে বড় দেরী,
সবাই রয়েছে বসে তোমার অপেক্ষা করি।'
'রাবেয়া', কহিল সোফী, ক্ষুধা তৃষা নাই আর,
ক্ষুধিত তৃষিত প্রাণ পেয়ে গেছে খাদ্য তার ;
জান না রাবেয়া, এই মনের গোপন কথা,
সুলতান নাম শুধু সেইখানে আছে গাঁথা ;
তাপসী হয়েছি দিদি, ক'রে এই মহা তপ,
বেদুইন-গৃহে ছিনু তারি নাম ক'রে জপ।'
হাসি মুখে কহে দেবী, 'চল সোফী, ঘরে যাই,
বেণা বনে মুক্তা ফল মিছেই ছড়ালে ভাই !
পারিনি কখনো আমি, পরশিতে প্রেমবাপী,
জনম কাটিল বোন, কুমারী জীবন যাপি ;
এ সব প্রেমের কথা আবৃদা বুঝিবে বেশ,
তার কাছে ব'লো তুমি আহার হউক শেষ।'
'চিনি না তাহারে আমি', কহে সোফী ধীর স্বরে,
মন খুলে সব কথা কহিব কেমন করে ?
শৈশবেতে ছিলি তুই আশ্রিতা সঙ্গিনী মোর,
ঢালিব প্রাণের ব্যথা কোমল হৃদয়ে তোর ;
পেয়েছিস শান্তি মনে স্মরি সকলের প্রভু,
ব্যর্থ প্রণয়ের জ্বালা জানিতে হল না কভু !'

ধরিয়া সোফীর হাত রাবেয়া পশিল ঘরে,
আব্‌দার পাশে তারে বসায়ে যতন ক'রে
নিয়ে এল খাবারের থালা সব সুসজ্জিত,
বিস্ময়ে কহিল সোফী, 'হইলাম চমৎকৃত !
এই আমীরের খানা দীনা তাপসীর ঘরে,
বুঝিতে না পারি আমি আসিল কেমন ক'রে ?'
আব্‌দা কহিল হাসি, 'সবি বুঝিবেন পরে,
কেমন রেঁধেছি দিদি, খান দুটি ভাল ক'রে।'

নীরব নিঝুম নিশি সবে নিদ্রা-নিমগন,
কেবল দুইটি প্রাণী সে সময়ে সচেতন ;
জানালার পাশে আসি বসেছে বণিকবালা,
শীতল সমীর সেবি জুড়াতে সকল জ্বালা।
অন্য কক্ষে একাসনে বসে আছে তপস্বিনী,
চেয়ে আকাশের পানে কি ভাবিছে একাকিনী ;
ধীর পদে আসি সোফী প্রবেশিয়া সেই ঘরে,
'তোরো চোখে ঘুম নাই !' কহিল মধুর স্বরে ;
'বসি তবে তোর কাছে, আয় দুটো কথা বলি,
বলিতে শুনিতে সব মন মোর কুতূহলী।

সাত বছরের আগে মনে পড়ে সেই দিন,
নিয়ে গেল মরু-দস্যু ক'রে পিতৃমাতৃহীন ;
পরিণাম হ'ল স্থির দস্যু-সর্দ্দারের ঘরে,
তোদের পাঠাল তারা সহরে বিক্রয় তরে।
বার কত মোর পানে চেয়েছিল দস্যুপতি,
তার হাতে দিয়ে মোরে গেল সব তুষ্টমতি ;
অপমান ভয়ে মোর কাঁপিতে লাগিল মন,
এমন বিপদে আর পড়েছে কি কোনো জন ?
ভীতা দেখি দস্যুবীর চলে গেল অন্য স্থানে,
কহিল না কথা সে যে চাহিল না মুখপানে—
বাঁচিল আমার প্রাণ ; জানালার ধারে আসি,
দেখিতে লাগিনু বসে তপ্ত বালুকার রাশি ,
রাজকর দেয় যারা বেদুইন-দস্যুগণে,
চলেছে সে সব যাত্রী কেমন নির্ভয় মনে !
কিছু পরে সেই ঘরে পশিল আমিনা দাসী,
কহিল, 'চলুন তবে, আপনারে রেখে আসি।'
আমীনা আনিল মোরে সে শিবিরে পুনরায়,
সাতটি বরষ সেথা ছিনু বন্দিনীর প্রায় ;
একা একা খেয়ে শুয়ে মন ভালো থাকে কার ?
ছবি এঁকে, বই পড়ে, সময় কাটে না আর !

ভালবাসে দস্যুরাজ, করেছে যে কি যতন,
চাহিতে হ'ত না কিছু যাহা মোর প্রয়োজন ;
আসিত সুখাদ্য নিত্য মনোহর ভূষা বেশ,
আমীনার সাহচর্য্যে দিনগুলি যেত বেশ।
আসেনি আমার কাছে কোনো দিন দস্যুপতি
করিতে প্রণয় ভিক্ষা, নহে সে তরলমতি ;
নহে সে ভিখারী দিদি ! আছে যার আত্মবোধ,
কাহারো চরণে পড়ি করে কি সে তোষামোদ ?
সংযত স্বভাব বীর নরশ্রেষ্ঠ সুমহান,
পারেনি জিনিতে তবু বন্দিনীর ক্ষুদ্র প্রাণ।
চিরদিন শুনিয়াছি বলেছেন পিতা মাতা,
সুলতান স্বামী তোর, তাই মনে ছিল গাঁথা ;
কবিতা-কুসুমে কত যতনে গাঁথিয়া মালা,
তাঁহারি উদ্দেশে সখি, সাজায়েছি প্রেমডালা ;
তাঁরি কথা মনে ক'রে কাটায়েছি এতদিন,
পাব তাঁরে এ আশাটি মনে ছিল কত ক্ষীণ !
বেগমের মত মোরে বেদুইন-দস্যুগণ
মানিয়াছে, করিয়াছে কত ভালো আচরণ ;
আকাশে বাতাসে আমি দেখেছি যাঁহার ছবি,
গোপনে কবিতা লিখে হয়েছি প্রেমের কবি—

কেমনে রাবেয়া, বল্, জানিল তাঁহার মন ?
মরুপ্রান্তরের পথে তুরস্কের সেনাগণ
করিতেছে কি যে যুদ্ধ ! বেদুইন-দস্যুদল
এতদিনে হ'ল ভাই, একেবারে হতবল !

'সে দিন যখন অস্তে চলেছেন দিবাকর,
গোধূলির ম্লান আভা ফেলি ধরণীর পর ;
ছবিখানা শেষ ক'রে আমীনার হাতে দিয়া,
দূর হ'তে দোষ-গুণ দেখিতেছি নিরখিয়া।
গৃহে পশি দলপতি কহিলা গম্ভীর স্বরে,
'সর্দ্দার দিলেন মুক্তি, বল মোরে স্পষ্ট ক'রে
কোথায় যাবার সাধ' ; উত্তর দিলাম তার,
'এনেছ যেখান হ'তে, স্থান মোর কোথা আর ?'
রুষ্টভাব দলপতি কহে, ত্বরা চল তবে,
কে জানে তোমার তরে কত প্রাণ দিতে হবে !'
হেঁয়ালীর মত কথা, কাঁপিয়া উঠিল বুক,
চলিলাম সাথে তার ওড়নায় ঢাকি মুখ ;
আমীনা চলিল এই পেটিকাটি লয়ে হাতে,
(পরিচ্ছদ, আভরণ, ছবি ও কবিতা তাতে)

বাহিরে আসিয়া করি চারিদিক নিরীক্ষণ,
নীরব নিস্তব্ধ সব, কোথা গেল দস্যুগণ ?
শূন্য পড়ে আছে সেই দস্যুপতি-বস্ত্রাবাস,
যেন কত নিরানন্দ, বিপদের পূর্ব্বাভাস !
উঠিনু অশ্বের পরে, ভাবি নি কখনো মনে,
বেদুইন-দস্যুপুরী ত্যজিব যে এ জীবনে !
আমীনা সঙ্গিনী হ'য়ে চলিল আনন্দ ক'রে,
ছুটিল সকল অশ্ব কাঁপে মরু পদভরে।
এইরূপে দুই দিন চলিয়াছি অবিরত,
পরদিন সন্ধ্যাবেলা দেখিনু শিবির শত ;
দূরে তুরস্কের সেনা, কাছে বেদুইনগণ,
বিরাম লভিছে সবে—শেষ সে দিনের রণ।
নামিলাম অশ্ব হ'তে মরি ক্ষুধা পিপাসায়;
চোখে দেখি অন্ধকার এইবারে প্রাণ যায় !
আমীনা সে মরু-কন্যা রয়েছে কেমন স্থির,
সহিতে না পারি ক্লেশ আমার নয়নে নীর—
এক শিবিরের দ্বারে দাঁড়ায়ে সে দস্যুপতি,
আমীনা আমাকে নিয়ে গেল সেথা দ্রুতগতি ;
দেখিলাম দস্যুরাজে অস্তগামী সূর্য্যসম,
চিন্তায় মলিন আজি মুখকান্তি অনুপম ;

পড়িল নয়নে সেই উজ্জল আঁখির দৃষ্টি,
নীরবে আমার পানে করিছে অমিয় বৃষ্টি !
নীরবে কহিল আঁখি সে প্রাণের ভালবাসা,
আমারে বেষ্টন করে বাড়িয়াছে কত আশা।
করিলাম ক্লান্তি দূর শিবির ভিতরে গিয়া,
আমীনা দাঁড়াল কাছে দুধ সরবৎ নিয়া ;
নামিল নয়নে নিদ্রা আহার হইলে শেষ,
শয়ন করিয়া সুখে ভুলিলাম সব ক্লেশ।

পরদিন প্রাতে করি স্নানাহার সমাপন,
দেখিতে লাগিনু বসে সমরের আয়োজন ;
বৃহৎ শিবির এক আমার শিবির পাশে,
আহতের আর্ত্তনাদ সেথা হ'তে কাণে আসে ;
দেখিনু ভিতরে তার সে কি দৃশ্য যাতনার !
এক ধারে শব-দেহ হয়ে আছে স্তূপাকার—
সারি সারি শয্যাপরে শুয়ে আছে যত জন,
শোণিতে রঞ্জিত সবে দেখাইছে কি ভীষণ !
বহিছে রক্তের নদী ! সেবা করিতেছে যারা,
শোণিতে তাদেরো দেহ হয়েছে বীভৎস-পারা !

অতি ভয়ঙ্কর সেই শমনের ক্রীড়াগার,
ফিরিল অমনি আঁখি দেখিতে না পারি আর ;
ব্যথায় ভরিল চিত্ত, চেয়ে আমীনার পানে
কহিলাম, 'পারিব না থাকিতে এমন স্থানে !
এর চেয়ে ঢের ভালো ছিল সেই দস্যুপুরী,
মুক্তি পেয়ে কাজ নাই, চল্ সেথা যাই ঘুরি !
আমীনা বলিল, 'বিবি, অনিশ্চিত সমুদয়,
সেখানে র'বে না কেহ যদি পরাজিত হয় ;
তুমি কেন কষ্ট পাবে আমাদের সাথে থেকে,
তাই প্রভু বলেছেন, 'দেশে দিয়ে এস এঁকে।'
বসে আছে তুর্ক-সেনা পথ জুড়ে বসোরার,
কিরূপে যে যাবে তুমি ভাবনা হয়েছে তাঁর ;
সুচতুর বেদুইন করেছে কত যে বন্দী,
তুর্কী সব বুদ্ধিহীন বোঝে না তাদের ফন্দী !
ছাড়িবে তোমার পথ তুর্ক-সেনাপতি বীর,
শত বন্দী বিনিময়ে, শুনিনু হয়েছে স্থির।
রেখেছে অনেক তুর্কী ওই দিকে বন্দী করে,
বলিব তাদের কথা দেখে আসি, তার পরে।'
ছুটিল আমীনা বাঁদী ওড়নায় ঢাকি মুখ,
কত ভয়-ভাবনায় কাঁপিছে আমার বুক ;

যত মোর কাণে পশে রণবাদ্য কোলাহল,
যত হেরি বাহকেরা আনিছে আহত-দল
ততই ভাবনা বাড়ে ; হুতাশে গেল সে দিন,
মরু-পারে তপনের শেষরশ্মি হ'লে লীন,
দাঁড়া'ল তেজস্বী অশ্ব দস্যুবীরে পৃষ্ঠে ক'রে
অশ্বারোহী কত সেনা বর্ম্মাবৃত-কলেবরে
নীরবে দাঁড়াল আসি ; খুলিলে অশ্বের সাজ
শিবিরে সৈনিক সহ প্রবেশিল দস্যুরাজ।
আমার খাবার নিয়ে আমীনা আসিয়া ঘরে
বলে 'বিবি, খেয়ে নাও, যেতে হবে ত্বরা ক'রে ;'
আনন্দে আকুল মন শুনে এই সমাচার,
তাড়াতাড়ি খেয়ে কিছু চলিলাম সাথে তার।
জন-কত দস্যুসেনা ছিল যেন পথ চেয়ে,
তুর্ক-শিবিরের দিকে চলিল মোদের নিয়ে।
ধীরে ধীরে চলে অশ্ব দুরু দুরু কাঁপে প্রাণ,
আমাদের নিল তারা দলপতি-সন্নিধান ;
'এখানে এসো না আর' কহিল সে আমীনারে,
'শীঘ্র ফিরে যাও তুমি, বিবিরে সেলাম ক'রে।'
চাহিয়া সজল চোখে আমীনা ধরিল করে,
'আর ত হবে না দেখা, বিবি, মনে রেখো মোরে!

দিয়াছেন প্রভু মোর এই হীরকের হার
তাঁহার সেলাম সহ ; ধর বিবি উপহার।'
চমকি কহিনু আমি, 'ও সব নেব না কিছু,'
আমীনা সেলাম করি আর চাহিল না পিছু।
কত বর্ষ পরে দিদি, আসিলাম বসোরায়,
কোথা মোর বাস-গৃহ, কিছুই ত নাই হায় !
উন্নত মস্তকে সেথা, কাহার প্রাসাদ অই,
কি করি বুঝিতে নারি হতবুদ্ধি চেয়ে রই ;
দলপতি-মুখে শেষ শুনিলাম মিষ্ট স্বর,
'রাবেয়া মাতার বাড়ী নহে আর বেশী দূর ;
সেইখানে চল কন্যা, থাক সেথা দিন কত,
তার পরে বাড়ী ঘর ক'রে নিও মন মত ;
শিবিকাতে ওঠ তুমি, আমি তবে ফিরে যাই,
গোলাম রহিল সাথে আর কোনো ভয় নাই।'
চলে গেল দলপতি গোলামেরে দিয়ে ভার,
সে গিয়াছে দিয়ে মোরে এই কুটিরের ধার।
এই মোর ইতিহাস সকলি শুনিলে দিদি !
শুনিতে কাহিনী তোর আকুল আমার হৃদি।'

'আমার সামান্য কথা', রাবেয়া কহিল হাসি,
'আমীর পাশার বাটী হয়েছিনু ক্রীতদাসী ;

দাসত্বে পেয়েছি মুক্তি স্মরি সেই ভগবান,
বিজন কাননে করি কতকাল অবস্থান।
স্থির হ'ল মন মোর, তাঁরি নাম করি জপ,
এক মনে এক ধ্যানে দিবানিশি সেই তপ।
দেখিলাম একদিন জ্যোতির্ম্ময় দরবেশ,
সস্নেহে দিলেন মোরে কত সব উপদেশ;
ঈশ্বর-প্রেরিত তিনি! অমূল্য ঔষধি দিয়ে,
ব্যবহার-বিধি তার ভালরূপে শিখাইয়ে
কহিলেন, 'শোন কন্যা, দয়াময় ভগবান,
দীন-দরিদ্রের দুখে আকুল তাঁহার প্রাণ;
যাও ফিরে লোকালয়ে, বাস কর বাসোরায়,
কর মা, এমন সেবা যাতে সবে শান্তি পায়।'
'অর্থহীনা আমি প্রভো', কহিলাম করজোড়ে,
'অর্থসাধ্য এই কাজ করিব কেমন কোরে?
'ভাবনা করো না তার' উত্তর দিলেন ধীরে,
'তিনিই নিবেন ভার—যাঁর কাজ নিলে শিরে;
হ'বে মা! প্রসিদ্ধি তোর রাবেয়া জননী নামে,
সবাই সন্তান সম আসিবে তোমার ধামে;
রাজ-রাজেশ্বর হ'তে অতিশয় ভাগ্যহীন,
সকলের সেবা ক'রে সুখে তোর যাবে দিন।

র'বে না অভাব মাগো. সবার অভাব নাশি,
ধনী পুত্র-কন্যা তোর, দিবে অর্থ রাশি রাশি।'
'নেব না কাহারো দান' কহিলাম ধীরে স্বরে,
'জানি কিছু শিল্পকাজ, যাবে দিন তাই ক'রে ;
ঈশ্বর আদেশে তবে চলিলাম বসোরায়,
করিব এমন সেবা সবে যেন শান্তি পায়।'
সেই হ'তে এই খানে রহিয়াছি সোফী, আমি,
করি সকলের সেবা হয়ে সদা শান্তিকামী।
পেয়েছি ঈশ্বর-কৃপা। যার কথা বলি তাঁয়,
তারি দুখ ঘোচে দিদি, সে-ই প্রাণে স্বস্তি পায় ;
না হয় অভাব কভু ; সূচীশিল্প রাবেয়ার,
উচ্চ মূল্যে কিনে নিতে কত আসে ক্রেতা তার।
আব্‌দা ধনীর কন্যা, ধনী ছিল স্বামী তার,
এখানে রয়েছে শুধু পেতে ফল তপস্যার ;
সেলিনা জোহেরা আদি দেখেছ তাপসী যত,
তপ, জপ, শিল্প-কাজ সব করে রীতি মত ;
কাজ করি হাতে, আর মনে করি নাম তাঁর ,
এই দিদি, ইতিহাস দীন-মাতা রাবেয়ার।
এসেছিলা সুলতান এ সব কাহিনী শুনে,
আমারে করিতে তুষ্ট, ইচ্ছা হ'ল তাঁর মনে ;

দিয়েছি তাঁহার হাতে দস্যু-দমনের ভার,
আর যেন পল্লীবাসী নাহি সহে অত্যাচার ;
আসিবেন পুন তিনি শেষ হ'লে কাজ তাঁর,
'বসোরা গোলাপ' দিদি, দিও তাঁরে উপহার!'

'রাবেয়া, রাবেয়া !' সোফী কহিল আকুল স্বরে,
'শৈশবের সব কথা ভুলে ক্ষমা কর্ মোরে !
করেছিনু বেত্রাঘাত কোমল পৃষ্ঠেতে তোর,
সেই কথা মনে হ'লে মর্ম্মান্তিক হয় মোর !
পেয়েছ প্রভুর কৃপা, সবে কর শান্তি দান,
বল তবে শান্তি পাবে আমারো সন্তপ্ত প্রাণ।'
কহিল তাপসী ধীরে, 'যার মন শান্তি চায়,
সে ভাবে থাকিলে পরে সে ত দিদি, তাই পায় ;
যে পথে যেতেছ তুমি সে যে অশান্তির পথ,
বিদীর্ণ করিয়া বক্ষ ছোটে অগ্নি-চক্র রথ !
ভুলে যাও অন্য ভাব, হয়ে থাক শুদ্ধমতি,
পরমেশ নাম নিলে স্থির হবে চিত্ত-গতি ;
উদ্দাম চঞ্চল চিত্ত অশান্তির লীলাভূমি,
শত দিকে ছুটে যায়, শান্তি কিসে পাবে তুমি !

ভোল' সোফী, সুলতানে, পেতে প্রেম-পারাবার,
সে প্রেমে পরম তৃপ্তি, শান্তি শেষ ফল তার।
তোমার অপূর্ব্ব রূপ, অনা'সে ধরিবে পাখী,
মুগ্ধপ্রাণ সুলতান ফিরাতে নারিবে আঁখি
দস্যু-সর্দ্দারের সম ; চিত্তবৃত্তি বলবান,
তারি বেশে সব সে যে তোমারে করিবে দান ;
অস্থায়ী প্রণয়-স্রোতে অশান্তি আসিবে ভাসি,
সে হ'বে তোমার প্রভু, তুমি র'বে তার দাসী।
এখনো সময় আছে, ভেবে দেখ কথা মোর,
যাও দিদি, শোও গিয়ে রাত হয়ে এল ভোর।'

চতুর্দ্দশ সর্গ

'ওঠ সোফী, ওঠ এই বার,
দেখ চেয়ে দিদি ! আকাশের গায়,
প্রকৃতির পূজা পরমেশ-পায়,
সাজালেন সূর্য্য সোণার থালায়
দিতে তাঁরে উপহার ;
বহিছে কেমন প্রাতঃসমীরণ,
হাসে ফুলরাণী পেয়ে পরশন,
তাই দেখে সুখে ছুটিল পবন,
ছড়ায়ে সৌরভ ভার।
পাখীরা করিছে প্রভু-আরাধনা,
গাছে গাছে শোন গাহিয়া বন্দনা,
কাছে কাছে ঘুরি করিতে ঘোষণা
শুভ এক সমাচার ;
উষার মতন আঁখি-দুটি তোর,
ঘুমের আবেশে হয়ে আছে ঘোর,
সব সেরে যাবে সু-খবরে মোর
পাব কি ইনাম তার ?'
ধীরে ধীরে সোফী মেলিয়া নয়ন,
আব্দার মুখ করি দরশন

কহিল হাসিয়া, 'বল কি কারণ
ভাঙ্গালে ভোরের ঘুম?
কাজীর মতন করিয়া বিচার,
শাস্তির বিধান করিব তোমার,
বল শুনি তবে কারণ তাহার
কেন এ হাসির ধুম!'
স্থির করি আঁখি তার মুখপানে,
কহিল আব্‌দা, 'শোন সাবধানে,
কথাটি আমার গেঁথে রাখ প্রাণে,
সুপ্রভাত সোফী, আজ!
আসিবেন তোর অন্তরের স্বামী
আলি সুলতান, শুনেছি গো আমি,
তাপসী মাতারে বলেছ যা তুমি—
শেষ বুঝি হল কাজ;
লিপি নিয়ে এই এসেছে সৈনিক,
বিনয় তাঁহার পুত্রের অধিক
জননীর প্রতি, সংবাদ সঠিক
দিবেন এখনি আসি;
সাজাও কুটীর করিয়া যতন,
আমি যাই তাঁর করিতে রন্ধন,

প্রেম-হারে দিদি, বেড়ি সে চরণ
গলায় পরিও ফাঁসি !'
নীরবে রূপসী রহিল বসিয়া,
'সু-খবর' তার মরমে পশিয়া
মুখের হাসিটি ফেলিল নাশিয়া
হলো সে কি সুগম্ভীর ;
বাহির করিল বহু তসবীর,
চমৎকার সব অঙ্কিত সোফীর ;
লতা-পাতা দিয়ে সাজায়ে কুটীর,
করিল সে মন স্থির।
গৃহ-মধ্য করি বেদীর মতন,
আসন পাতিল করিয়া যতন
পশিয়া কুটীরে পুরুষ-রতন,
রাখিবেন তার মান ;
আনিল গোলাপ সাজী ভ'রে ভ'রে,
সাজা'ল সে সব থরে থরে থরে,
পাদুকা রাখিয়া তাহার উপরে
বসিবেন সুলতান।
পারস্ত গালিচা বিছালো সত্বর,
বসিবেন যত রাজ-সহচর,

সামান্য কুটীর পরম সুন্দর
সোফীর চেষ্টায় আজ
অগ্রে পশ্চাতে অষ্ট সহচর,
মধ্যস্থলে যেন মহান্ ভাস্কর !
কুটীর সমুখে আসিয়া সত্বর
দাঁড়ালেন রাজ-রাজ ;
'এ সজ্জিত গৃহ নহে সে মাতার,
নিশ্চয় ভ্রম হয়েছে আমার,
চল যাই ফিরে,' বলিতেই তাঁর
পড়িল নয়ন পরে,
স্নিগ্ধ প্রভাময়ী ওই যে তাপসী !
এস এস বলি ডাকিছেন হাসি,
আসনে সবারে বসালেন আসি
কতই যতন ক'রে।
বান্দা রাখিল নিকটে রাজার,
কারু-কার্য্য-ময়ী স্বর্ণ-মুদ্রা ধার,
হাতে ক'রে নিয়ে মুখ চাহি মার
কহিলেন সুলতান,
'সেদিন হ'তেই এ বাসনা মনে,
দিব কিছু দেবি, তোমার চরণে,

ধর মা আমার। এনেছি যতনে
তুষ্ট কর এ প্রাণ।'
নিলেন তাপসী দুই হাতে ধ'রে,
রাখি তাহা পাশে কহিলেন পরে,
'সকলি প্রস্তুত, চল ওই ঘরে
হয়েছে খাবার স্থান;'
সুধা সম স্বাদু ভোজ্য পেয় যত,
দিলেন জননী আনন্দেতে কত,
আহার সবারি হ'ল রীতিমত,
ক্ষুধা-তৃষা অবসান।
সজ্জিত সুন্দর আসন উপরে,
বসিলা সম্রাট বিশ্রামের তরে,
রতন-পাদুকা পুষ্পাবৃত ক'রে,—
পূরিল সোফীর সাধ!
পবন-পরশে পরাণে উল্লাস,
কহিলেন তিনি, 'গেল দস্যু-ত্রাস,
পূর্ণ হ'ল মাতা, তব অভিলাষ,
কর তবে আশীর্ব্বাদ!
সাহসী আমার সেনানী সকল,
করেছে শাসিত বেদুইন-দল,

এত দিন পরে হইল সফল
দস্যু-দমনের কাজ।
গিয়াছে তাদের দুষ্ট অভিসন্ধি,
দিয়াছে ছাড়িয়া সমুদয় বন্দী,
সকলের হ'য়ে করিয়াছে সন্ধি,
সর্‌দার সাহাবাজ ;
আর করিবে না হনন-লুণ্ঠন,
শিষ্ট হয়ে দিবে ব্যবসায়ে মন,
অশ্ব, উটপাখী, তাহাদের ধন,
ব্যবসার মূল ধারা।
বীরজাতি করে অশ্বের আদর,
পাখীর পালক টুপীর উপর
পরে বিলাসীরা, বিক্রয়ে বিস্তর
অর্থ লাভ করে তারা।
পেয়েছে এখন সে বীর সর্দ্দার,
সুবিস্তীর্ণ মরু শাসনের ভার,
তাজ, পরিচ্ছদ, খেতাব রাজার
দিয়েছি দেখিয়া তারে ;
সমর্থ সে মাগো, বেদুইনগণে,
করিতে পালন, রাখিতে দমনে,

যে ভীষণ জাতি, এমন শাসনে
রাখিতে কে আর পারে!
বিদায় এখন দাও মা, আমায়,
ছিল কত কাজ তথাপি হেথায়,
এসেছি এ কথা জানাতে তোমায়,
এইবারে উঠি তবে?'
কহিলেন মাতা, 'আমার সন্তান!
কি আনন্দ তুমি করিলে যে দান,
নিরাপদ আজি পল্লীবাসী-প্রাণ,
শান্তিতে থাকিবে সবে।
বারিহীন দেশ, তীব্র পিপাসায়,
মরুবাসী, পুত্র, বড় ক্লেশ পায়,
কত শত প্রাণ ইহাতেই যায়,
কর তার প্রতীকার;
ঈশ্বর-প্রসাদে উদার হৃদয়,
পাইয়াছি যদি মহান্ তনয়,
অন্তরের আশা অন্তরেই লয়
কেন তবে হবে আর?
জলের অভাব কর নিবারণ,
খাল-সরোবর করায়ে খনন,

যে অর্থ আমারে করিলে অর্পণ,
আরম্ভ হইবে কাজ ;
হেরি বারিসিক্ত শুষ্ক মরু-ভূমি,
প্রাণ পাবে প্রজা তৃপ্তি পাবে তুমি,
আরো অর্থ পরে পাঠাইব আমি,
এই ভার লও আজ।'
বিস্ময়ে পূরিল সম্রাট-অন্তর,
কহিলেন, 'আমি কি দিব উত্তর ?
জান কি জননি, কত যে দুষ্কর,
মরুভূমে বারি-দান !
বিমুখ বিধাতা এ দেশের 'পরে
নাই বিন্দু বারি বালির ভিতরে,
অনেক আমীর এই চেষ্টা ক'রে
হয়েছেন হতমান।'
কহেন রাবেয়া, 'আর একবার,
কর চেষ্টা তুমি মুখ চেয়ে মার,
আছে মোর প্রতি করুণা তাঁহার
বিফল হই নি কভু ;
সকলি সম্ভব ঈশ্বর-ইচ্ছায়,
সফলতা তিনি দিবেন ইহায়,

আমার কামনা, তোমার চেষ্টায়
তুষ্ট হবেন প্রভু।'
দিলেন তাপসী করিয়া যতন,
যত ছিল তাঁর শ্রমলব্ধ ধন ;
আবদা আসিয়া করে নিবেদন,
বহু আশরফি তার
পড়িয়া রয়েছে গৃহে অকারণ,
নাই তার অর্থে কোন প্রয়োজন,
খুসী হয়ে দিবে সেই সব ধন,
সাহায্য করিতে মার।
চমকিত করি সকলের মন,
ধীরে ধীরে সোফী দিল দরশন,
বহুমূল্য তার বহুআভরণ
এনেছে সে হাতে ক'রে,
দেখিলা তাপসী ভিতরে তাহার,
দস্যুপতি-দত্ত হীরকের হার,
ধরেছে সে দ্যুতি নক্ষত্রমালার,
সকলের শোভা হ'রে !
সম্রাট-চরণ-সমীপে আসিয়া
জানু পাতি সোফী পড়িল বসিয়া,

সুধীরে বিশাল নয়ন তুলিয়া,
চাহিল মুখের পানে ;
স্পন্দনরহিতা স্থির সৌদামিনী,
স্থির আঁখিতারা শুক্রতারা জিনি,
সূর্য্য পানে যথা চাহে কমলিনী,
চাহিল আকুল প্রাণে।
সারা জীবনের শত কামনার,
প্রেমের দেবতা সমুখে তাহার !
জন্মশোধ শুধু দেখি একবার,
মিটাবে আঁখির ক্ষুধা ;
দেখিল সে তার আঁধার জীবন,
এই রবি হ'তে লভিলে কিরণ,
উজল করিত অদৃষ্ট-গগন,
মিলিত প্রণয়-সুধা।
ভুলে গিয়ে আর সকল ভাবনা,
চেয়েছিল সোফী হারায়ে আপনা,
কিছুক্ষণ পরে আসিয়া চেতনা,
করিল যে কষাঘাত !
ধীরে ধীরে ধীরে নামিল নয়ন,
—অরুণ-আরক্ত হইল বদন,

সম্বরিয়া সোফী কহিল তখন,
যোড় করি দুটি হাত ;
'তৃষিতা মাতার যাবে সেই ক্লেশ,
শস্যশোভা হ'বে সম্পদ অশেষ,
এই আশা ক'রে এনেছি নরেশ !
সমুদয় আভরণ !'
উঠিল রূপসী এই কথা ব'লে,
রাখি প্রাণ তার প্রিয়-পদতলে,
আব্দার সনে অন্য কক্ষে চলে,
ব্যথায় ব্যাকুল মন।
রাখি আঁখি দুটি মুখে রাবেয়ার,
কহিলা সম্রাট, 'কহ মা আমার !
কে এই ললনা, কি হন তোমার,
আর ত দেখি নি আমি' ;
'বস্রাই গুল বণিক-নন্দিনী,
শৈশবে আমি ছিলাম সঙ্গিনী,
কহিলা তাপসী, 'এসেছেন ইনি,
হয়ে শুদ্ধ শান্তিকামী।
এই সব অর্থ লও সাথে ক'রে,
করিলে খনন অতি নিম্নস্তরে,

মিলিবে সলিল বালির ভিতরে,
বলিছে আমার প্রাণ ;
ঈশ্বর কৃপায় মিলে গেল ধন,
কর তুমি কাজ করি প্রাণপণ,
তবে হবে পুত্র, অসাধ্য সাধন,
মরু মাঝে বারি দান।'
বান্দা তুলিল বাক্স আভরণ,
গেল তার সাথে সহচরগণ,
সম্রাটের শুধু আবদ্ধ চরণ,
শক্তি নাই চলিবার !
কহিলেন পুন, 'বাগদাদ হতে,
কেটে দিব খাল মদিনার পথে,
বারিপূর্ণা মরু হ'লে এই মতে,
পাব ত মা পুরস্কার ?'
হাসিলা তাপসী, 'তনয় আমার !
এ সব বাসনা কর পরিহার,
হোক তব মন, পূত, পরিষ্কার,
ঈশ্বর প্রেমের ক্ষেত্র ;
নিলে তুমি আজ যাঁর কাজ-ভার ;
তিনিই দিবেন পুরস্কার তার,

শান্তিপূর্ণ করি অন্তর তোমার,
উন্মীলিত করি নেত্র।
তাপসী মায়ের সন্তানের মত,
ধর পুত্র, শিরে জন-হিত ব্রত,
থাক সদা এই সাধনায় রত,
তুচ্ছ করি সব সুখে।'
নীরব সম্রাট শুনি এ বচন,
বিদায় নিলেন বন্দিয়া চরণ
তাপসী মাতার, চলিলা তখন
আনত মলিন মুখে।

পঞ্চদশ সর্গ

মলিন করিয়া কুটীরের সাজ,
　　মলিন করিয়া সবারি মুখ,
চলিলেন যদি তুরস্ক সম্রাট,
　　আমারো যে সই, হতেছে দুখ !

ওই বাতায়নে সজল নয়নে,
　　দাঁড়ায়ে রয়েছে বণিক-বালা,
খুলে গেছে তার হৃদয়ের দ্বার,
　　ভুলে গেছে আর সকল জ্বালা।

হেরিল সোফীর অনিমেষ আঁখি,
　　দূরে চলে যেতে হৃদয়-নেতা,
মুদিয়া নয়ন, করিল শয়ন,
　　অসহ এমন বিরহ-ব্যথা !

আব্দা আসিল ডাকিতে সোফীরে,
　　আহার এখনো হয়নি তার ;
ভাব দেখে তার ডাকিল না আর,
　　চুপি চুপি গেল ভেজায়ে দ্বার।

চলেছেন ওই সুলতান আলি,
বসোরার পথ করিয়া আলো,
পিছু পিছু তাঁর কল্পনা আমার !
যাস যদি মজা মিলিবে ভালো।

দেখিবি ইঁহার শিবিরের শোভা,
শুনিবি ইঁহার মনের কথা,
পড়ে নি কি সেথা একটুকু রেখা,
হেরি শোভাময়ী সোণার লতা !

অদৃশ্য শরীরে চল্ যাই ধীরে,
কি সুবিধা মোর হয়েছে ভাই,
যাহা সাধ হয় দেখি সমুদয়,
যাহা সাধ হয় শুনিতে পাই !

ওই বুঝি সখি, সম্রাট শিবির,
মনোহর লাল বনাতে ঘেরা,
মস্তক উপরে সুনীল পতাকা,
আকাশের রঙ্ হরণ-করা !

স্বরগের শোভা দেখ্ সহচরি !
কুসুম-শোভনা কাননে অই,
দেখিয়া শুনিয়া, এখানে আসিয়া,
নিরিবিলি মোরা বসিব সই !

পশিয়া শিবিরে সুলতান আলি,
বসিলেন যেই বিশ্রাম সুখে,
প্রদান করিল প্রধান সেবক,
সুধা-সরবৎ তৃষিত-মুখে।

রাখিয়া সমুখে বাক্স, অলঙ্কার,
গোলাম গিয়াছে বাহিরে চলে,
সোফীর সুন্দর হীরকের হার
দেখিছেন তিনি যতনে তুলে।

ঈষৎ গম্ভীর কেন সহচরি !
সদা হাসিমাখা আননখানি ;
ভাবিছেন বুঝি তাপসী মাতার
কষ্টসাধ্য কাজ, কঠোর বাণী।

চেয়ে শূন্য পানে দেখিছেন দূরে,
সাদা পাখী সব আকাশ জুড়ে;
বিস্তারি পাখা মনের উল্লাসে,
নীড় অভিমুখে যেতেছে উড়ে।

কুর্ণিশ করি দাঁড়া'ল গোলাম
নামিল নয়ন তাহারে হেরি;
সুহৃৎ সুজন, হাসান ইমাম,
বাহিরে আছেন অপেক্ষা করি'।

প্রবেশ করিলা প্রিয় সহচর,
দেহে রূপরাশি ধরে না আর!
নিরখি সেখানে নারী অলঙ্কার,
বিস্ময় পূর্ণ অন্তর তাঁর।

কহিলা হাসিয়া, 'কহ প্রিয়তম!
কার অঙ্গশোভা রেখেছ কাছে?
পাঠালেন কি এ রোশেনা বেগম—
স্মৃতি তাঁর, হও বিস্মৃত পাছে!'

নীরব সম্রাট, না পেয়ে উত্তর,
নীরবে হাসান রহিলা চেয়ে ;
কে কহিবে তাঁয়, কোন্ ভাবনায়,
সুলতান হৃদি রয়েছে ছেয়ে !

পাশে বসি তাঁর, কহিলা আবার,
'বল জাঁহাপনা, সকল কথা ;
শুনি সমাচার, তাপসী মাতার,
সেই খানে মনে পেলে কি ব্যথা ?

আকাশ যেমন আলোক প্রদানি
ধরার আঁধার হরণ করে ;
শান্তিদায়িনী তাপসীর বাণী,
মনের আঁধার শুনেছি হরে।

সাধ ছিল যেতে তোমার সহিতে,
এসে দেখি চলে গিয়েছ তুমি ;
শান্তির আবাসে, ব্যথা পেলে কিসে ?
বল সমুদয় শুনিব আমি।'

হাসিলা সম্রাট, ‘শান্তির আবাস,
কোথা আছে সখা ধরার মাঝে ?
খুঁজিয়া বেড়াই, তাঁর প্রিয় ঠাঁই,
মোরে হেরি তিনি লুকান লাজে !

‘নিয়ে কাজ ভার তাপসী মাতার
অশান্তির সনে যুঝিয়া মরি ;
করিনু বিনাশ মরুদস্যু-ত্রাস,
মরু-তৃষা দূর কেমনে করি !

‘যাবে তুমি কালি খালিফের কাছে,
বলিও এখানে আসিতে তাঁয় ;
বাগদাদ হ’তে মদিনার পথে,
খাল কেটে দিতে হবে আমায়।’

‘মমতার খনি রাবেয়া জননী,’
কহিলা হাসান, ‘নিশ্চয় তবে
অসাধ্য সাধন করাবেন তিনি,
মরুর পিয়াস দূরিত হবে !

'বল সখা, কার এই অলঙ্কার,
হীরকের হার কোথায় পেলে ?
নহে কভু ইহা তাপসী মাতার,
কার কণ্ঠপ্রভা এখনো খেলে !'

কহিলা সম্রাট, 'আকাশের চাঁদ,
রূপে দশ দিক করেন আলা,
হাতে পেতে কেহ করে যদি সাধ
তাহার শুধুই মিলিবে জ্বালা !

'দেখেছি সেখানে রূপসীর রাণী,
আলো করে আছে কুটীর, ভাই !
'বসোরা গোলাপ' হবে সন্ন্যাসিনী,
ভাবিতেছি আমি কেবলি তাই।

'মানসী আমার মূর্তিমতী হয়ে,
দেখা দিয়াছেন সেবকে তাঁর ;
স্থাপিব তাঁহারে এ শূন্য হৃদয়ে,
বল দেখি সখা, উপায় তার।

'খুলে দিব আমি হারেমের দ্বার,
বেগম-মহল করিব শূন্য ;
পাপ, ষড়যন্ত্র থাকিবে না আর,
থাকিবে না কারো অন্তর ক্ষুণ্ণ।

'আদর্শ হইবে তুরস্ক, সুহৃৎ !
অশান্তির বীজ বিনাশ করি ;
এক পত্নী-প্রীতি সুপবিত্র রীত,
নূতন সমাজে উঠিবে গড়ি।'

চমকি উঠিলা ইমাম হাসান,
'এ বাসনা বন্ধু, রাখিও মনে,
না রবে নিস্তার সেই ললনার,
রোশেনা বেগম যদি হে শোনে !

শুনেছি তোমার দেহরক্ষী দলে,
অনুচর তাঁর গোপনে আছে ;
সেই তাপসীর শান্তি-কুটীর,
শোণিত-সিক্ত হয় বা পাছে !

'ব্যাঘ্রীর মত বেগমের মন,
　　হায় জাঁহাপনা, তোমারি দোষে,
হারায়ে তোমার আদর-যতন,
　　জ্বলিছেন তিনি বিষম রোষে।

'জানায়ে খালিফে আদেশ তোমার,
　　চল মোরা দেশে ফিরিয়া যাই,
এই রূপ-মোহ নহে দুর্নিবার—
　　ক্রমে তার কথা ভুলিবে ভাই!'

কহিলা সম্রাট, 'এ যে ভালবাসা,
　　রূপমোহ কিসে বুঝিলে তুমি?
না মিটিলে মোর প্রাণের পিয়াসা,
　　কি রকমে স্থির থাকিব আমি!'

'ভালবাসা! বন্ধু, ভালবাস যাঁরে,
　　দিও না তাঁহার অহিত হ'তে;
প্রাণ দিয়ে তুমি ভালবাস তাঁরে,
　　রাখ মন মাঝে আসন পেতে।

'এত বেগমের মাঝে এসে কভু,
রবেন না সুখে রূপসী বালা';
কহিলা হাসান, 'ভেবে দেখ প্রভু !
বাড়িবে কেবল বিষের জ্বালা।

'তার চেয়ে তিনি তাপসী মাতার,
শান্ত তপোবনে পাবেন সুখ ;
করি অনিবার পর উপকার
পুণ্য-প্রদীপ্ত হবে সে মুখ।

'ভাল বেসেছিলে এই রোশেনারে,
মহলের আর সবার চেয়ে ;
কত কথা তুমি বলেছ আমারে,
ধন্য হয়েছিলে তাঁহারে পেয়ে।

'কোথা গেল সখা, সে সব প্রণয় ?
মনে তার কিছু আছে কি রেশ !
তুজনারি ভাব দেখে ভয় হয়,
অন্তরে কত উপজে ক্লেশ।'

হাসিলা সম্রাট, 'হাসান ইমাম !
উপদেশ দিতে শিখেছ ভালো ;
দুখেরি মাঝে যে সুখের বিরাম,
আঁধারেরি পাশে উজল আলো !

'নহি আমি বন্ধু, তোমার মতন,
মৌলবীর মন আমার নয় ;
ছাড়িব বাসনা থাকিতে জীবন,
রোশেনার ভয়ে, সেও কি হয় !

'ভালবাসে সেই সুরূপা আমারে,
ভাব দেখে তার বুঝেছি ভাই !
ভয় করি শুধু তাপসী মাতারে,
তাঁর অনুমতি যদি না পাই—

'প্রিয় কাজ তাঁর আগে হোক শেষ,
তপ্ত মরু মাঝে শীতল জল
যদি বহে সখা, দিয়ে সে সন্দেশ,
দেখি মার কাছে কি হয় ফল।

'রেখে দিব এই হীরকের হার,
রেখে দিব সখা, আমার প্রাণ—
যদি দেখা পাই কখনো তাঁহার,
চরণের তলে করিতে দান।

'রোশেনা সাহানা থাকিবে না মনে,
জগতেরি এই নিয়ম সখা !
ততক্ষণ চাহি তারকার পানে,
যতক্ষণ চাঁদ না দেন দেখা।

'যদি বন্ধু, মোর তপস্বিনী মাতা,
প্রার্থনা নাহি পূরান মোর ;
সেই রূপরাশি প্রাণে রবে গাঁথা,
সেই ভাবনায় থাকিব ভোর।

'যাঁর কাছে শির করিয়াছি নত,
রেখেছি এ তাজ চরণ পরে ;
স্বর্গগতা সেই জননীর মত,
মানিব তাঁহারে জনম ভ'রে।

'ইস্তাম্বুলে যেতে বলিছ এখন,
তা হ'লে একাজ হ'বে কি আর ?
বুঝে দেখি আমি খালিফের মন,
যেতে পারি, যদি সে লয় ভার।

'বহিছে কেমন শীতল সমীর
চল প্রিয়, মোরা কাননে যাই,
পরমেশ-নাম গাহিবে সুধীর !
বড় ভালবাসি শুনিতে তাই।

'কালি হতে এই কাজ হলো পণ,
মদিরার পথে বিমুক্ত কারা-
বন্দীর মত ছুটিবে যখন,
শীতল সলিল সহস্র ধারা—

'কি আনন্দ হবে অন্তরে আমার,
সেই কথা শুধু পড়িছে মনে ;
কি আনন্দ হবে তাপসী মাতার,
মরু-তৃষা দূর হয়েছে শুনে !

'উদ্যান-পথে চল তবে চল,
মধুর স্বরে তুলিয়া তান ;
দুটি ভালো কথা বল, সখা, বল,
উৎসাহে পূর্ণ করি এ প্রাণ।'

চলিলা সম্রাট সহচর সনে,
আমরাও তবে চলি লো সই,
তাঁহাদের সুখ সুর আলাপনে,
আমাদের সুখ তাহাতে কই !

ষোড়শ সর্গ

আজি পড়িতেছে চোখে ক্লান্ত ভাব তোর
কল্পনে! নয়ন দু'টি আসিছে মুদিয়া
ক্লান্তির আবেশে যেন, না পারি দেখিতে
কত ক্লেশ পেলে তুমি আমার কারণে
প্রিয়তমে! এতদিন এক স্থানে বাস
কখনো কর নি আর; কঠিন ধরার
সুকঠিন স্থান আরো এ মরু-প্রদেশ;
ব্যথিত চরণ তোর তারি মাঝে ঘুরে
পদব্রজে সুকোমলে! ব্যথিত অন্তর
আমার, মুখটি তোর সু-মলিন হেরি।
ধীরে ধীরে চল্ সখি, রাবেয়া মাতার
কুসুমিত উপবনে শ্রান্তি হ'বে দূর;
যেখানে দাঁড়ায়েছিল সোফী সুলোচনা,
চিত্রের আদর্শ সম অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে,
(মুখে মাখি অস্তগামী রবির কিরণ)
সেইখানে বসে মোরা লভিব বিরাম।

আজিকার নিশি শেষে চল্ সহচরি,
চড়ি তোর চারু রথে চলে যাই বাড়ী;

হ'ল ভ্রমণের শেষ কত কাল পরে !
যে দিন আসিয়াছিনু কল্পনে আমার,
অনিচ্ছায় তোর সনে, ভেবেছিলি মনে,
দু'দিন পরেই আমি আসিব ফিরিয়া ;
এমনি স্বভাব মোর, গৃহকোণ ছাড়ি
কোন মতে মন নাহি চায় বার হ'তে,
যদি ভাই, একবার হয় সে বাহির,
আর ত চাহে না পুন প্রবেশিতে ঘরে !
ভাবি আমি, আসে যারা বাড়ীর বাহিরে,
ভ্রমণ করিতে দেশ দু'দিনের তরে,
না হ'ন কল্পনা দেবী তাদের সঙ্গিনী
ভারতীয় রথ নিয়ে ; আমার মতন
ভ্রমণের সুখ তারা পায় কি কখন ?
স্বর্গ-মর্ত্ত্য সব তুই ঘুরিলি সঙ্গিনি,
পূরাতে আমার সাধ মানস-রঙ্গিনি !

কি শান্ত মধুর ভাব রাবেয়া মাতার
আশ্রমের, সহচরি ! কি শান্ত স্বভাব
কুটীরবাসিনী সব সঙ্গিনী তাঁহার !
নাই হাসি-কোলাহল ; উচ্চ কণ্ঠস্বর,

দ্রুত চরণের শব্দ পাবে না শুনিতে ;
উপাসনা যদি কভু করেন তাপসী
উচ্চস্বরে, স্বর তাঁর সুর বীণা সম
সকলের কর্ণ-পথে পশে মর্ম্মস্থলে।
রুদ্ধ করি কত জন ক্রুদ্ধ মনোভাব
আসিয়া তাঁহার কাছে ঢালে অতি বেগে,
আগ্নেয়গিরির মত অতি ভয়ঙ্কর
প্রতিহিংসা অগ্নিকণা বিশ্বধ্বংসকারী !
নির্ব্বাপিত করে সেই অনল ভীষণ
তাপসীর স্নেহবারি ; ধৌত হৃদিতল
পরিষ্কার, ভস্ম-শেষ না থাকে অঙ্গার ;
কত ফল সখি, তাঁর মহা তপস্যার !
বিরাজ করেন শান্তি আনন্দিত মনে,
রাবেয়ার মনোরম পুণ্য তপোবনে।

জ্বলিছে সোফীর প্রাণে যে অনল-জ্বালা,
শীতল হ'বে কি সখি, শান্তির পরশে ?
ভুলিবে কি সুলতানে সেই অভাগিনী,
পারিবে কি পরিণামে হ'তে তপস্বিনী ?

ব্যর্থ প্রেম বড় জ্বালা, রাবেয়া মাতার
ছিল না প্রণয়ী কভু ; শৈশবেই তাঁর
দুঃখ-জর্জ্জরিত আত্মা, ঘটনার স্রোতে,
ভাসিয়া পড়েছে গিয়া পরমেশ-পদে ;
পেয়েছে তাঁহার কৃপা, বুঝেছে সুমতি,
অনিত্য যাতনা পূর্ণ জগতের গতি ;
দেখেছে মায়ার খেলা, মরীচিকাময়
মোহের প্রশস্ত পথ ; মানব-হৃদয়
সেই পথে ছুটে যায় উন্মত্তের মত,
ফিরায়ে আনিবে সবে এই তার ব্রত ;
পুণ্যের পবিত্র পথে করায়ে প্রবেশ,
নিয়ে যাবে সকলেরে যথা পরমেশ।

জীবনে শান্তির পথ দেখালি সজনি !
পরপার হ'তে আনি রাবেয়া জননী
দেখালি শৈশব তাঁর, তাপসীর মন
শোক তাপ পেয়ে থাকে প্রশান্ত কেমন !
দীনা হীনা ক্রীতদাসী ঈশ্বরে স্মরিয়া,
সত্য পথে সাবধানে চলে কি করিয়া—

যাহার আশ্রয়-স্থান ছিল না জগতে,
শত শাখা প্রসারিত বটবৃক্ষ প্রায়,
সে করে শীতল সবে শত তাপ হ'তে,
উন্মীলিত আঁখি মোর নিরখি মাতায় !
অসম্ভব, উপন্যাস—করিতাম মনে,
বিশ্বাস হ'ত না কভু শুনিলে শ্রবণে
অথবা পুস্তক পাঠে ; এ মরু-প্রান্তরে,
আছে এত উচ্চ হৃদি জানালি আমারে ;
করে না আহত যারে অদৃষ্ট আঘাত,
আঁধার ঘুচায়ে আনে উজল প্রভাত !

শেষ হয়ে এল নিশা, চল্, একবার
কল্পনে, কুটীর মাঝে রাবেয়া মাতার ;
এখনো জ্বলিছে আলো কিসের কারণ,
নিদ্রাহীন নিশা কেন করিছে যাপন
দেখে আসি প্রিয় সখি ! দেখে আসি আমি
সোফীর মলিন মুখ, সুলতানে স্বামী
কে জানে পাবে সে আরো কত সাধনায় ;
দেখ্ সই, দুজনেই দুজনারে চায়,
কিন্তু মিলনের পথে পর্ব্বত সমান
উচ্চ-প্রাচীরের মত বাধা বর্ত্তমান।

পারে না সে সুখ হ'তে, যে সুখের তরে
দু'জনারি মন আছে কত আশা ক'রে!
তেজস্বিনী সোফী সেই হারেমের মাঝে,
যেখানে বেগমগণ বন্দী ভাবে আছে—
যেখানে জ্বলন্ত হিংসা দ্বেষ ভয়ঙ্কর,
জ্বলিছে অনল সম অতি সুপ্রখর,
পারে কি তিষ্ঠিতে কভু! বুঝি তপস্বিনী,
পুণ্য পথে নিতে তারে চাহিছেন তিনি।
ঊষার আলোক রেখা ওই দেখা যায়,
সুরঞ্জিত করি প্রাচী কিরণ ছটায়;
সুপ্রভাত হ'ল আজ জীবনে আমার!
গেছে শোক-দুঃখ, যথা নিশার আঁধার
মিলায় দিগন্ত কোলে দৃপ্ত সবিতার
সমাগমে; মলিনতা তেমনি আমার
গেছে দূরে; আলো করি হৃদয়-আকাশ
জ্ঞান-সূর্য্য, সহচরি, হ'তেছে প্রকাশ!
বিস্তৃত কর্ত্তব্য পথ করি দরশন
হৃদয়ে পেয়েছি শান্তি; মোহান্ধ নয়ন
খুলে গেছে একেবারে, কমলের প্রায়
সে থাকিবে সদা চেয়ে ওই সবিতায়।

হয়েছে অন্তরে নব উৎসাহ সঞ্চার,
চাহিতেছি নিতে পুন সে কাজের ভার,
যে কাজ বিরক্ত হ'য়ে এসেছি ফেলিয়া,
কল্যাণি, করিব তাহা কত মন দিয়া !

ম্লান মুখে বসে আছে সোফী সোহাগিনী,
বুঝায়ে বিশেষরূপে জ্ঞানপূর্ণ বাণী
কহিছে তাপসী তারে, 'স্থির করি মন
সংসারের অনিত্যতা, অস্থায়ী জীবন
ভাব সোফী মনে, খুলি প্রেমের বন্ধন,
মুক্ত, শুদ্ধ, আত্মা কর ঈশ্বরে অর্পণ।
ভেঙ্গে যাবে ভুল দিদি ! বুঝিবে সকল,
প্রভুর কৃপায় হ'বে হৃদয় উজ্জ্বল।
চল যাই তীর্থে মোরা, হেরি পুণ্যস্থান
মোহময়ী মনোভাব হ'বে তিরোধান।
মসজিদে রয়েছেন মক্কা-যাত্রীগণ,
তাঁহাদের সঙ্গে মোরা করিব গমন ;
পেয়ে গেছি সঙ্গী সোফী, পূর্ণ মনস্কাম,
মধুর প্রভাতে চল স্মরি তাঁর নাম।
আব্দা করেছে সব আয়োজন শেষ,
আজি হ'তে পর, দিদি ! তাপসীর বেশ

তুলিল সুন্দর মুখ সজল নয়ন,
ভগবানে আজি সোফী করিল স্মরণ ;
'বেগমের মত প্রভু, করি এ শরীর,
সন্ন্যাসিনী সাজাইবে করেছিলে স্থির ?
কেমনে খুলিব এই রত্ন-আভরণ,
কেমনে পড়িব আমি ও সব বসন !
অন্তরে উছলি উঠে দেহের গরিমা
দীননাথ, তার মাঝে তোমার মহিমা
কেমনে প্রকাশ হ'বে ! আলি সুলতান,
ভুলিব কেমনে আমি থাকিতে এ প্রাণ !
পূরিবে না সে বাসনা জীবনে আমার,
হায় দেব, এইবারে বুঝিয়াছি সার।
অনন্ত বাসনা-বহ্নি করিয়া নির্ব্বাণ,
ভগবান, দাও তবে পদতলে স্থান।'
নয়নে বহিল বারি, কাঁপিল অধর,
কহে সোফী, 'দয়াময়, তুমিই নির্ভর।
ছাড়িব সকল চেষ্টা, সকল কামনা,
তোমারি করুণা-লাভ করিব সাধনা
দীনবন্ধু, অন্তিমেতে চরণে তোমার
দিও স্থান, ব্যর্থ প্রাণ এই দুহিতার !'

পরি তাপসীর বেশ দেখ্ সহচরি !
এখনো রয়েছে সোফী অপূর্ব্ব সুন্দরী !
এত রূপ দিয়ে তারে, কেন ভগবান,
করিলে নিরাশাপূর্ণ জ্বালাময় প্রাণ ?
সিংহাসনে স্থান যার, তাপসীর বেশ,
সাজে কি তাহার হায়, দেখ পরমেশ !
কি ইচ্ছা তোমার প্রভু, কে পারে বলিতে,
এসেছিল অভাগিনী কেবলি জ্বলিতে !
তাপসীগণের হাতে ভার দিয়ে সুখে,
রাবেয়া আব্দা চলে মসজিদ মুখে ;
অনুপম রূপরাশি 'বোরখায়'ঢাকি,
দেখ্ সখি, যায় সোফী নত করি আঁখি !
সুলতান-পাশে তারে করি দরশন,
ভেবেছিনু কত সুখ পাবে মোর মন ;
ভাল না লাগিছে এই পরিণাম তার,
কল্পনে, এ ব্যথা মনে থাকিবে আমার ।

উড়িছে তোমার রথ শূন্যের উপরে,
শূন্যময় দেখি সখি, মনের ভিতরে ;

আবার, আবার সেই রন্ধনের শালে,
হাঁড়ি, বেড়ী, ঘটী, বাটি, এই সব জালে
জড়িত হইয়া আমি যাপিব জীবন,
স্বপনের মত মনে পড়িবে ভ্রমণ!
যাবে দিন শত কাজে, আসিলে রজনী,
তোর কথা কত আমি ভাবিব সজনী!
থাকিব উতলা হ'য়ে তোর প্রতীক্ষায়,
নূপুর-নিক্কণ কবে শুনাবি আমায়?
শুনেই ছুটিব, যথা রাধা বিনোদিনী,
ছুটিত কদমতলে বংশীরব শুনি!
ভুলে ত যাবি না মোরে, মাথা খাস মোর,
বল্ সখী, সত্বরেই দেখা পাব তোর!
বিদায়! এসেছি এই ভবনের দ্বারে,
সজনি, প্রণতি মোর জানাবি মাতারে;
দয়াময়ী বীণাপাণি, দয়া গুণে তাঁর,
নিরাপদে শেষ হ'ল ভ্রমণ আমার।